গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৩১ সংখ্যা ৮ - ১৪ এপ্রিল ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে স্মরণ করি

...আমি বলেছিলাম, অল্প লোক দিয়ে শুরু কর। এটাই তো মন্ত্র ছিল, যেদিন আমি এই পার্টিটা শুরু করি অল্প কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে, সেদিন সকলে হেসেছে। সি পি আই তখন সম্মিলিত একটা পার্টি, আমাদের দেখিয়ে বিদ্রূপ করেছে। বলেছে, ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে। বলেছে, চামচিকাও পাখি, আর এস ইউ সি আই-ও পার্টি — এদের সঙ্গেও বসতে হবে। ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, আর সি পি আই — সকলেই বলেছে, আমাদেরটা নাকি একটা পার্টিই নয়, একটা ক্লাব। আমাদের সঙ্গে নাকি বসাই যায় না। এ সবই আমি চুপ করে সহ্য করেছি। তাদের কোন বিদ্রূপই গায়ে মাখিনি। শুধু দলটা গড়ে তোলার জন্য একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়েছি। তার ফল কী হয়েছে ? আজ ঐসব পার্টিগুলো কোথায় পড়ে আছে ? সি পি আই (এম) কংগ্রেস থেকেও আজ প্রধান শত্রু মনে করে এস ইউ সি আই-কে। কারণ, সে মনে করে, এই এস ইউ সি আই-ই তার চালাকির রাজনীতির কবর খুঁড়ে দেবে। এস ইউ সি আই শুধু কংগ্রেসের নয়, বামপন্থার আলখাল্লা পরা সমস্ত মেকি সমাজতন্ত্রীদের নক্সা খুলে দেবে। কারণ, এর মধ্যেই রয়েছে বিপ্লবের বীজ। বিপ্লবের নামে যেসব পার্টি বহাল তবিয়তে রাজত্ব করছে, কোন পার্টিই তার পর্দা খুলতে পারবে না। যে পারবে সে এই পার্টি — এস ইউ সি আই। তাই এস ইউ সি আই'র বিরুদ্ধে সব মেকি বিপ্লবী দলগুলির ভিতরে ভিতরে যেন একটা সাধারণ ফ্রন্ট গড়ে উঠেছে।

অথচ, সকল পার্টিই মনে মনে স্বীকার করে, এই এস ইউ সি আই পার্টির কর্মীরাই সবচেয়ে সৎ। সকল মানুষকে জিজ্ঞেস করলে সকলেই একবাক্যে বলবেন, এরা সৎ, শৃঙ্খলাপরায়ণ, 'ডেডিকেটেড'। অন্যান্য পার্টির অনেক কর্মীদের মত এরা অশালীন উক্তি করে না। কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে না। অশালীন, অভদ্র আচরণ করে না। এরা আত্মত্যাগী। অথচ, এই পার্টিটার বিরুদ্ধে সকলে একজোট। এর মানে কী ? মানে সকলেই দেখছে যে, তাদের মৃত্যুবাণ এর মধ্যে। কংগ্রেস দেখছে, তার মৃত্যুবাণ এইখানে। সি পি আই দেখছে, তার মৃত্যুবাণ এইখানে। সি পি আই (এম) দেখছে, তার মৃত্যুবাণ এইখানে। ফলে, তারা এস ইউ সি আই'র বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে একজোট হচ্ছে। কারণ, তারা তো রাজনীতির নামে কিছু করে খাচ্ছে।...

...তাই আজ অসংখ্য যুবকর্মী প্রয়োজন — যারা নির্দেশ পেলে কি অসুবিধা, খাওয়ার বন্দোবস্ত আছে কিনা, থাকার জায়গা আছে কিনা — এসব প্রশ্ন না করে, বামপন্থার নামে যে ইলেকশান সর্বস্ব এবং চালাকি ও লোকঠকানোর রাজনীতি এখানে চলছে, তার বিরুদ্ধে একটা সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম। যেমন, ক্ষুদিরাম করেছিল চোদ্দ বছর বয়সে। বাড়ি থেকে দেশের কাজে যখন সে চলে এসেছিল, তখন কি সে ভেবেছিল,

পাঁচের পাতায় দেখুন

আন্দোলনের চাপে সি ই এস সি-তে স্ল্যাবপ্রথা ফিরল, গড় মাশুল কমল। পর্ষদে ব্যাপক মাশুল বৃদ্ধি

লড়াই চলবে ইউনিটপ্রতি মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে

রাজ্যের বিদ্যুৎগ্রাহকরা ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে, রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পক্ষ থেকে গত ৩০ মার্চ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের জন্য নতুন মাশুলহার ঘোষণা করা হয়েছে, যার দ্বারা পর্ষদ এলাকায় ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ মাশুল গড়ে ৭ পয়সা করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর, ৩১ মার্চ সি ই এস সি'র গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ২০০৫-০৬ সালের জন্য বিদ্যুৎ মাশুলের নতুন হার ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে এবার গড় মাশুল কমানো হয়েছে ২২ পয়সা হারে। পাশাপাশি দেখা গেল, মাশুল পরিমাপের ক্ষেত্রে সি ই এস সি-র গ্রাহকদের জন্য পুরানো স্ল্যাব ব্যবস্থা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আন্দোলনের একটা বড় জয়।

সি ই এস সি-র ক্ষেত্রে গত একবছর ধরে এস ইউ সি আই ও অ্যাবেকা অন্যতম যে দাবিটি নিয়ে আন্দোলন করে আসছে, সেটি হল, অবৈজ্ঞানিক স্ল্যাব রীতি পরিবর্তন করে, আয়কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুসৃত স্ল্যাব প্রথা বিদ্যুৎ মাশুল নির্ধারণের ক্ষেত্রেও পুনরায় চালু করতে হবে। এবার নিয়ন্ত্রণ কমিশন এই দাবি মানতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে বেশিরভাগ বিদ্যুৎ গ্রাহকের মাসিক দেয় বিলে মোট টাকার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই লাগাতার আন্দোলনের দ্বারাই এটা আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

গত কয়েকবছর ধরে সি ই এস সি-র মালিক একচেটিয়া পুঁজিপতি গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর বাড়তি মুনাফার স্বার্থে কোনও নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে, সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের মদতে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন যেভাবে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে মাশুল বৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছিল, সেই ধারা বজায় রেখে এবারও মাশুল বাড়ানো হলে গণরোষ ফেটে পড়বে — এটা আঁচ করেই রাজ্য সরকার পরিচালিত কমিশন এবার সি ই এস সি-তে গড় মাশুল কমাতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সেখানেও ধূর্ততার সাথে তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপ করার নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে, যার দ্বারা গড় মাশুল কমার পুরো সুবিধাটাই তুলে দেওয়া হয়েছে শিল্পগ্রাহকদের হাতে। এভাবেই শিল্পগ্রাহকদের জন্য ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের দাম কমিয়ে আর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সাধারণ গৃহস্থ গ্রাহকদের ব্যবহৃত বিদ্যুতের দাম। সুতরাং, সি ই এস সি-তে গড় মাশুল কমে যাওয়াকে কিছু সংবাদপত্র যেভাবে জনগণের প্রতি কমিশনের বদান্যতা বলে দেখাবার চেষ্টা করেছে, সেটা আদৌ সত্য নয়। কমিশন মোটেই সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করছে না, আগের মতই ধনী শিল্পপতিদের স্বার্থেই কাজ করছে। পর্ষদ এলাকায় গৃহস্থ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ও কৃষকদের উপর যে বিপুল হারে মাশুল চাপানো হয়েছে, সেটাও সরকারের নীতি ও কমিশনের চরিত্রকে পরিষ্কার করে দেয়। সাধারণ গ্রাহকদের স্বার্থে একমাত্র লাগাতার আন্দোলনের দ্বারাই কিছু দাবি আদায় করা সম্ভব হচ্ছে। জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কমিশনের এবারের সিদ্ধান্তগুলি নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, গরিব-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের বিদ্যুতের মাশুল ইউনিট প্রতি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং সিইএসসি উভয় সংস্থার ক্ষেত্রেই এবার বৃদ্ধি করা হয়েছে। এমনকী জাতীয় বিদ্যুৎ নীতিতে ৩০ ইউনিট পর্যন্ত গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাও মানা হয়নি।

আটের পাতায় দেখুন

ভ্যাট চালু করতে সরকার এত ব্যাগ্র কেন

গোটা দেশ জুড়ে ভ্যাট চালু করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যে কোন মূল্যে ভ্যাট চালু করতে বদ্ধপরিকর সিপিএম। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত রাজ্য ভ্যাট চালু করতে রাজী হচ্ছে না, তাদেরও রাজী করানোর ক্ষেত্রে তারা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। ৭২ ঘণ্টা ব্যবসা বন্ধ, মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন জনগণের বিরুদ্ধতা, সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে রাজ্য সরকার ১লা এপ্রিল থেকে পশ্চিমবঙ্গে ভ্যাট চালু করেছে। অথচ নতুন কর চালু করার জন্য ন্যূনতম যে প্রস্তুতি প্রয়োজন সেটা পর্যন্ত তারা নেয়নি। ফলে সিপিএম নেতারা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন না এবং অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, নিজেদের সিদ্ধান্তের সাফাই দিতে গিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেছেন যে তাঁরা এক বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ভ্যাট চালু করছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, যে ভ্যাটের ফলাফল সম্পর্কে তাঁরা নিজেরাই সুনিশ্চিত নন, সেখানে জনগণের জীবন নিয়ে তাঁরা ছিনিমিনি খেলছেন কেন? এইভাবেই প্রাথমিকে ইংরেজি তুলে দিয়ে তাঁরা লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জীবনে সর্বনাশ ঘটিয়ে তারপর আন্দোলনের চাপে তা ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ন্যূনতম প্রস্তুতির অভাব

রাজ্য সরকার ভ্যাট চালুর প্রশ্নে ন্যূনতম প্রস্তুতি যে নেয়নি তা তাদের বেসামাল অবস্থাই বলে দিচ্ছে। প্রথমত করব্যবস্থা পরিবর্তনের আগে অবশ্যকরণীয় কাজ অন্তত তিনটি। এক) কোন্ পণ্যে কত কর এবং কোন্ পণ্যে কর-ছাড় তার সুনির্দিষ্ট তালিকা তৈরি করা। দুই) করের হিসাব রাখার বাস্তবসম্মত সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য প্রণালী নির্ধারণ করা। তিন) করের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের বক্তব্য, তাদের অসুবিধাগুলি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে দ্ব্যর্থহীনভাবে তা জানানো। বলা বাহুল্য, এই তিনটি অবশ্যকরণীয় কাজ না করে, বা অত্যন্ত দায়সারাভাবে করে রাজ্য সরকার জবরদস্তি ১ এপ্রিল থেকে ভ্যাট চালু করেছে।

কোলকাতা গেজেটে ২০০৪

পাঁচের পাতায় দেখুন

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করুন

উত্তর ২৪ পরগণা

হাসপাতালগুলির বেহাল অবস্থা ও বেসরকারীকরণ প্রতিরোধে বিক্ষোভ

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ৫১টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১৫টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৭টি রুরাল, ৮টি স্টেট জেনারেল, ৪টি মহকুমা ও ১টি জেলা হাসপাতালের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতো উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী ও ওষুধের অভাবে ধুঁকছে।

১৫ মার্চ হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্যরক্ষা কমিটির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে, এই জেলার হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির এই ভেঙে পড়া চিকিৎসাব্যবস্থা ও সম্প্রতি রাজ্য সরকারের গ্রামীণ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে দাবি করা হয় — এইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির বেসরকারীকরণের সরকারি ষড়যন্ত্র বন্ধ করে সুষ্ঠু চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং জেলার বন্ধ হয়ে যাওয়া হাসপাতাল ও সাব-সেন্টারগুলিতে প্রতিদিনের জন্য স্থায়ী ডাক্তার নিয়োগ করে তা অবিলম্বে চালু করতে হবে। স্বরূপনগর ব্লকের বাঁকড়া ও দেগঙ্গা ব্লকের কলসুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বন্ধ হয়ে যাওয়া অন্তর্বিভাগ চালু করার জন্য বিশেষভাবে দাবি করা হয়। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক উপস্থিত প্রতিনিধিদের এই দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। পোস্টার ও ব্যানারে সুসজ্জিত কয়েকশত মানুষের বিক্ষোভ মিছিল ডেপুটেশনের আগে ও পরে বারাসাত জেলা শহর পরিক্রমা করে। সমগ্র কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমরেড গোপাল বিশ্বাস এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির জেলা সম্পাদক দাউদ গাজী ও সভাপতি মানব ভট্টাচার্য।

কলকাতা

শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং স্মরণে সভা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং-এর শহীদ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হল ডিওয়াইও, ডিএসও, এমএসএস-এর দমদম আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে। ২৩ মার্চ সকাল সাড়ে আটটায় জনবহুল নাগেরবাজার মোড়ে দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শহীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর সংগ্রামী জীবন ও কর্মকাণ্ডের উপর আলোকপাত করে বক্তৃতা করেন এম এস এস-এর দমদম আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদিকা কমরেড রুনু বসু। শহীদ ভগৎ সিং-এর প্রতিকৃতি সম্বলিত ব্যাজ পরিধান করানোর মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শেষ হয়।

২৭ মার্চ স্থানীয় বাপুজী কলোনি আদর্শ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শহীদ ভগৎ সিং স্মরণের তাৎপর্য প্রসঙ্গে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন কমরেডস্ রুনু বসু, নীরেন কর্মকার এবং শ্যামলী কর।

সভার সভাপতি কমরেড অরুণ বোস বলেন, আজকের দিনে ভগৎ সিং-এর উত্তরসূরী তারাই, যারা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন পরিচালনা করছে।

উত্তর ২৪ পরগণা

ঋণ মকুবের দাবি জানাল লোনীরা

বাদুড়িয়া ব্লকের স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ঋণগ্রহীতাদের অবিলম্বে সমস্ত বকেয়াসহ লোন পরিশোধ না করলে পিডিআর অ্যাক্ট প্রয়োগ করে গ্রেপ্তার ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের নোটিশ জেলাশাসকের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই প্রকল্পে ঋণগ্রহীতাদের বেশিরভাগই তাঁদের প্রকল্প সফল করতে পারেননি। ফলে সর্বস্ব হারিয়ে তাঁরা ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছেন। ঋণ মকুব সহ নানা দাবিতে তাঁরা গড়ে তুলেছেন স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতি। সরকারি হুমকির প্রতিবাদে সমিতির নেতৃত্বে গত ১৭ মার্চ বাদুড়িয়া বিডিও অফিসে দেড় শতাধিক ঋণগ্রহীতা বিক্ষোভ দেখান। বিডিও'র অনুপস্থিতিতে জয়েন্ট বিডিও জেলাশাসকের উদ্দেশ্যে দেওয়া স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। তিনি দাবিগুলি সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য প্রদীপ দাস ও জয়ন্ত সাহা।

বেসরকারীকরণের পথে বি জি প্রেস

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এশিয়ার বৃহত্তম সরকারি ছাপাখানা বি জি প্রেসে কোন শূন্যপদ পূরণ করা হচ্ছে না এবং বিগত ১২ বছর ধরে তাকে কার্যত অচল করে রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিক অর্থ ব্যয় করে ছাপার কাজ করাচ্ছে বেসরকারি ও আধা সরকারি প্রেসে।

অন্যান্য আধা সরকারি সংস্থার মতো এই সরকারি প্রেসটিও তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় এর সর্বোচ্চ নিয়ামক (কন্ট্রোলার) পদটি সম্প্রতি এক বছরের চুক্তির ভিত্তিতে পূরণ করা হল এক অবরসরপ্রাপ্ত আই পি এস অফিসারকে এক বছরের চুক্তিতে পুনর্নিয়োগের মাধ্যমে। অথচ, সরকারি ব্যয়সঙ্কোচ সংক্রান্ত সার্কুলার অনুযায়ী পুনর্নিয়োগ হতে পারে না।

রাজ্য সরকারের এই স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদে ৮-৯ মার্চ ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়) এর নেতৃত্বে আলিপুর বি জি প্রেসে অধীক্ষকের দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি পালিত হয়। দু'দিনের এই অবস্থান বিক্ষোভে কর্মচারীদের সংগ্রামমুখী মানসিকতা প্রতিফলিত হয়।

খেতমজুরদের কাজ ও বিপিএল তালিকাভুক্তির দাবিতে

হাবড়ায় বিডিও দপ্তরে ডেপুটেশন

২২ মার্চ সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া ১নং বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। গ্রামীণ মজুরদের নাম বিপিএল তালিকাভুক্ত করা, খেতমজুরদের পরিচয়পত্র প্রদান, কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পে ১০০ দিনের কাজ, কাজ না দিতে পারলে উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা করা সহ রেশন কার্ড, প্রস্তাবিত কালা সালিশী বিল প্রত্যাহার ইত্যাদি দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি বিডিও'র কাছে পেশ করা হয়। এই বিক্ষোভে শতাধিক খেতমজুর অংশগ্রহণ করেন। ব্লক কে কে এম এস-এর সম্পাদক কমরেড পতিতপাবন মণ্ডলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল দাবিগুলি নিয়ে বিডিও'র সাথে আলোচনা করেন। তিনি দাবিগুলি বিবেচনা করার আশ্বাস দেন। এরপর উপস্থিত জনতার সামনে বক্তব্য রাখেন এ আই কে কে এম এস-এর উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস।

মহেশতলায় যুব সম্মেলন

সকল কর্মক্ষম বেকারের কাজ ও বেকারভাতার দাবিতে, স্বনিযুক্তি ও স্বরোজগার প্রকল্পের ভাঁওতার বিরুদ্ধে, মদের ঢালাও লাইসেন্স বাতিল, জলাজমি বেআইনিভাবে ভরাট ও ফেড্ মেশিনের বর্জ্য জল দ্বারা এলাকার পরিবেশ দূষণ রুখতে এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গত ১৬ মার্চ চন্দননগরে এ আই ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে মহেশতলা যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদবেদীতে মাল্যদানের পর এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক সেখ সাজাহানের সভাপতিত্বে সম্মেলনের সূচনা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড শিলাজিৎ সান্যাল, এ আই ডি ওয়াই ও'র রাজ্য সভাপতি কমরেড সুরথ সরকার ও কলকাতা জেলা ডি ওয়াই ও'র সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর।

আগামী দিনে মহেশতলা অঞ্চলে ব্যাপক যুব আন্দোলনের প্রয়োজনে কমরেড রবিন দাসকে সভাপতি ও কমরেড সরিফুল পিয়াদাকে সম্পাদক করে ২২ জনের যুব কমিটি গঠিত হয়। উল্লেখ্য, যুব সম্মেলনকে ঘিরে এলাকায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। অপরদিকে এই সম্মেলনকে বানচাল করার জন্য শাসকদল ও তার যুব সংগঠনের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে।

নদীয়ায় পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ

পলাশী ১নং গ্রামপঞ্চায়েতে ১৮ মার্চ কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রধানের কাছে দেওয়া স্মারকলিপিতে নয়া পঞ্চায়েত কর চালু না-করা, সালিশী বিল বাতিল, যথাযথ বিপিএল তালিকা তৈরি করে কার্ড দেওয়া, ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়া, সবার জন্য রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করার দাবি জানান হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি কমরেডস্ সাহাবুদ্দিন সেখ ও সম্পাদক মনিরুল ইসলাম।

২১ মার্চ পানিঘাটা গ্রাম-পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনের আগে এলাকায় সাইকেল মিছিল করা হয়।

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন

সহস্রাধিক মহিলার উপস্থিতিতে রঘুনাথপুর শহরে ১৯ এবং ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত হল মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের তৃতীয় পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন।

নেতাজী সংঘের মাঠে সংগঠনের সভানেত্রী কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সভার কাজ যখন শুরু হয় তখন মাঠ ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড়, বিদায়ী জেলা সম্পাদিকা কমরেড সুনীতি ভট্টাচার্য, জেলা নেত্রী কমরেড কালী কিত। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী সাধনা সরকারও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

কমরেড ছায়া মুখার্জী তাঁর ভাষণে, সারা ভারতবর্ষে মহিলাদের করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'মেয়ে হয়ে জন্মানোর অপরাধে কত শিশুকে জন্মানোর সাথে সাথেই মেরে ফেলা হয়। ছেলে এবং মেয়ে সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এক না হওয়ার ফলে সাধারণত পুত্রের ওপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়, বুদ্ধিমতী হলেও কন্যার ওপর সেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। মেয়েদের শেখানো হয় তার জন্ম — বিবাহ এবং ঘরসংসার করার জন্যই। জ্ঞানচর্চা তাদের জন্য নয়। আজ সমঅধিকার ও নারী মুক্তির দাবিতে নারীকে যদি লড়াই করতে হয়, সে লড়াই অবশ্যই হবে সমাজ পরিবর্তনের লড়াই। নরনারী উভয়কেই এই লড়াইয়ে সামিল হতে হবে।' এছাড়া পণপ্রথা, নারীর নিরাপত্তা, নারীপাচার, সমকাজে সমমজুরি, অশ্লীলতার প্রসার, কর্মসংস্থান এবং মহিলাদের গ্রেপ্তার সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের উদ্বেগজনক রায় প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২০ মার্চ প্রতিনিধি সম্মেলনে পুলিশের গাড়িতে শবর মহিলার মৃত্যু সহ হাসপাতাল সংক্রান্ত সমস্যার উল্লেখ করে আন্দোলনের কর্মসূচি সম্বলিত মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রতিনিধি অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন বিদায়ী সভানেত্রী কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড় এবং সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী।

কমরেড সুনীতি ভট্টাচার্যকে সভানেত্রী এবং কমরেড বন্দনা ভট্টাচার্যকে সম্পাদিকা নির্বাচিত করে ৬০ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের তৃতীয় পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন উপলক্ষ্যে রঘুনাথপুর শহরে বিশাল মিছিল

স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির রাজ্য কর্মশালা

শিক্ষিত বেকারদের চাকরি দিতে না পারার বিকল্প হিসাবে তাদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য ১৯৮৪ সালে রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বে কংগ্রেস সরকার সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম (এসইপি) এবং ১৯৮৫ সালে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার এরাজ্যে 'সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট স্কিমস ফর আনএমপ্লয়েড ইউথ' (সেস্ফ) চালু করেছিল। বেকার যুবকদের ছোট ব্যবসা, হস্তশিল্প, পানচাষ প্রভৃতি নানা স্কীমভিত্তিক ২৫ থেকে ৩৫ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক-ঋণ দেওয়া হয়, সরকার এই ঋণের টাকার উপর ২৫ শতাংশ ভরতুকি হিসাবে দেয়। বাস্তবে এই ব্যাঙ্ক-ঋণ পেতে বেকার যুবকদের হয়রানি হয়। ঘুষ দিয়ে তবে ঋণ পাওয়া যায়, তাও এক সঙ্গে সব টাকা না দেওয়ায়, তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে এই স্বল্প পুঁজির প্রকল্প বাস্তবে ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে অনেক সময় শর্ত অনুযায়ী ব্যাঙ্কের ঋণ সুদ-আসলে কিস্তিতেও শোধ দিতে পারে না বেকার যুবকরা। এই ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ থানায় ডাইরি করে এবং সার্টিফিকেট ও মানিস্যুট কেস করে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে। ঋণভার জর্জরিত অসহায় কয়েকজন বেকার যুবক আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে। এই প্রকল্প যে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ঠকিয়ে ভোটের রাজনীতি করার জন্য তৈরি হয়েছে, বেকার যুবকদের তা বুঝতে সময় লেগেছে। লোনী যুবকরা গড়ে তুলেছেন সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতি। সমিতির নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ২০ মার্চ কলকাতার স্টুডেন্টস হলে সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিভিন্ন বক্তা এই কথাগুলি বলেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি প্রবীর মাহাতো। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল।

তিনি বলেন, দেশের বৃহৎ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা ৯৬ হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ শোধ করেনি, সরকার তা মুকুব করে দিয়েছে। অথচ লোনীদের মাত্র ১৭৫ কোটি টাকা বকেয়া আদায়ের জন্য পুলিশ দিয়ে হয়রান করা হচ্ছে। এই কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নন্দদুলাল দাস, রাজ্য সহসভাপতি দীপক ব্যানার্জী সহ আরও অনেকে।

বক্তারা বলেন, এবারের বাজেটে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, বছরে ৬ লক্ষ বেকারকে স্বনিযুক্তি প্রকল্পের দ্বারা স্বনির্ভর করা হবে। যেখানে বর্তমানে ৭০ লক্ষ শিক্ষিত বেকার, যাদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আজ প্রায় নেই, তাদের মধ্যে মাত্র ৬ লক্ষকে ঋণ দেওয়া হলেও বাকিদের কী হবে? এই স্বনিযুক্তি প্রকল্প 'সেস্ফ'তে ২৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ১ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হবে বলে অর্থমন্ত্রী বলেছেন। এই ঋণ বেকার যুবকদের গ্যারান্টি ছাড়া ব্যাঙ্ক দেবে না। অর্থাৎ বেকার যুবকদের একজন গ্যারান্টার যোগাড় করতে হবে। ফলে শাসকদলের স্নেহধন্য প্রতিপত্তিশালী মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র এই প্রকল্পের সুযোগ পাবে, অন্যরা নয়। এই প্রকল্প বাস্তবে যে ব্যর্থ হবে তাও প্রমাণিত হয়েছে পিএমআরআই (প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা) প্রকল্পে। এই ঋণ যারা নিয়েছিল তাদের প্রকল্পগুলির ৯০ শতাংশ ব্যর্থ হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও সামনের বছর যেহেতু বিধানসভা নির্বাচন তাই এই ঋণের টোপ।

রাজ্য সরকার সেস্ফ প্রকল্পে ১৯৮৫ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত মাত্র ১,১৩,৩২৫ জনকে মোট ২০৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়েছিল। এই ঋণের মাত্র ১২ শতাংশ পরিশোধ হয়েছে। ১৭৫ কোটি টাকা অনাদায়ী রয়েছে। এই সরকার মালিকদের বেলায় উদার, কিন্তু শ্রমিক-কৃষক-বেকারদের বেলায় খড়্গহস্ত। শুধু ঋণ আদায়ের জন্য পুলিশী বাড়াবাড়িই নয়, স্বনির্ভর হিসেবে দেখিয়ে এদের কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের কার্ডও বাতিল করা হয়েছে।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই বেকার ঠকানোর নীতির প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় এই কর্মশালায়। ১৫ মে'র মধ্যে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ অবস্থান অবরোধ করা হবে এবং জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গণডেপুটেশন দেওয়া হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ববিতা খাতুনের ধর্ষক ও খুনীর গ্রেপ্তারের দাবিতে কনভেনশন

নারীনির্যাতন বিরোধী কমিটি গঠিত

মুর্শিদাবাদের রাণীতলা থানার ফুলপুর গ্রামের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী ববিতা খাতুন অন্যান্য দিনের মত গত ২৩ ফেব্রুয়ারি পড়তে গিয়েছিল, পাশের গ্রাম খড়িবোনা কে সি কে হাইমাদ্রাসায়, কিন্তু আর বাড়ি ফেরেনি। ৫ দিন পর তার পচাগলা মৃতদেহ পাওয়া গেল পদ্মা নদীর অপর পারের জঙ্গলে। পাশে বইখাতা পড়ে ছিল। কয়েকজন চাষী দেখতে পেয়ে রাণীতলা থানায় খবর দিলে পুলিশ ২৭ ফেব্রুয়ারি মৃতদেহ উদ্ধার করে। কিন্তু অপরাধী রফিক শেখ, যার নামে নির্দিষ্ট করে ববিতা নিখোঁজের পরদিন থানায় এফ আই আর করা হয়েছিল, তাকে গ্রেপ্তারের জন্য হত্যার পর এক মাস কেটে গেলেও কোন ব্যবস্থাই পুলিশ-প্রশাসন করেনি। এর প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ বাড়তে থাকে। ৫ মার্চ দুইশতাধিক মহিলার এক বিক্ষোভমিছিল রাণীতলা থানায় যায়। ভারপ্রাপ্ত অফিসার অবিলম্বে অপরাধীকে গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দিলেও আজও অপরাধীকে গ্রেপ্তারের কোন উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। এলাকার জনসাধারণের বক্তব্য, অপরাধীর সাথে পুলিশের অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছে।

এই ঘটনার এক মাসের মধ্যে এই থানার কোলান বেলদার পাড়ায় এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। নির্মল চরেও স্বামীর দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে এক গৃহবধূ খুন হয়েছেন। একটার পর একটা মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের কোন ক্ষেত্রেই আসামী গ্রেপ্তার হয়নি।

প্রশাসনের এই নির্মম ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে ২৯ মার্চ ফুলপুর গ্রামে সহস্রাধিক মহিলা সহ সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে একটি নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রবীণ নাগরিক মুকুল মণ্ডল। শুরুতে ববিতা খাতুনের হত্যায় গভীর শোক প্রকাশ করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। কনভেনশনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের স্থানীয় সংগঠক কমরেড সীমা খাতুন।

মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় নাগরিক মোঃ সামিউল ইসলাম। তিনি বলেন, একজন মানুষ হিসাবে আমি এই কনভেনশনে না এসে পারলাম না। আমি চাই এর প্রতিকার এবং তার জন্য আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। স্থানীয় নাগরিক খোস মহম্মদ সেখ বলেন, আজ যদি ববিতা হতদরিদ্র জাকিরের মেয়ে না হয়ে কোন বড়দলের নেতা বা কোন প্রভাবশালী মানুষের মেয়ে হত, তাহলে প্রশাসন কি এইভাবে নির্বিকার থাকতে পারত! এস্রাফিল হোসেন জনসাধারণকে সচেতন ও সংগঠিত হয়ে প্রশাসনের উদাসীনতার প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। বিশিষ্ট সমাজসেবী আবুল কালাম আজাদ বলেন, পচাগলা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গলিত সংস্কৃতি মানুষের বিবেক, মনুষ্যত্ববোধকে নষ্ট করে এক বিকৃত মানসিকতার মানুষ গড়ছে। তারই ফলশ্রুতিতে নারী নির্যাতন ও হত্যার এমন বর্বর ঘটনা সারা দেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসাধারণের সচেতন আন্দোলন ছাড়া একে রোখার অন্য পথ নেই। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্যা কমরেড গীতা ভট্টাচার্য, জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড স্নিগ্ধা সেন।

কনভেনশনের প্রধান বক্তা এম এস এস-এর জেলা সম্পাদিকা কমরেড পূর্ণিমা কর্মকার বলেন, কিশোরী ছাত্রী ববিতার উপর নির্যাতন ও তাকে খুনের ঘটনা এই রাজ্যে আজ আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় তো নয়ই। আসলে আজ দেশের শাসক-শোষকশ্রেণী তাদের শোষণের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনকে আটকাতে যুব সমাজের রুচি, সংস্কৃতি ও নৈতিকতাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনলাইন লটারি, জুয়া-মদ-অশ্লীলতার প্রসার একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে দিচ্ছে। ভিডিওর মাধ্যমে যৌনতা ও হিংসাত্মক ফিল্ম দেখছে যুবক ও সাধারণ মানুষ। এর সাথে শাসক দলগুলো গদীর স্বার্থে সমাজবিরোধী তৈরি করছে, তাদের মদত দিচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়ায় নারী ধর্ষণ, খুন, নারীপাচার ইত্যাদি অপরাধ বাড়ছে। একে রুখতে হলে শাসক দলগুলোর ঘৃণ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে জনগণের সংগঠিত হওয়া, পাড়ায় পাড়ায় আন্দোলনের কমিটি গঠন করা, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা, যেকোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে দাঁড়ানো প্রয়োজন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় নারীনির্যাতনের বিরুদ্ধে এম এস এস-এর ধারাবাহিক আন্দোলনের ও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে প্রশাসনকে বাধ্য করার ঘটনাগুলি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আপনারাও সংগঠিত আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একমাত্র ববিতার ধর্ষক ও খুনীর গ্রেপ্তার ও সাজার ব্যবস্থা করতে পারবেন, শতসহস্র ববিতাকে রক্ষা করতে পারবেন।

কনভেনশন থেকে নাজিমুদ্দিন সেখকে সম্পাদক ও খোস মহম্মদ সেখকে সভাপতি নির্বাচিত করে ২৭ জনের একটি শক্তিশালী 'নারী নির্যাতনবিরোধী কমিটি' গঠন করা হয়। ৫৫ জন নারী-পুরুষ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নাম লেখান। কনভেনশন থেকে আগামী ৭ দিনের মধ্যে অপরাধীকে গ্রেপ্তারের দাবি ওঠে। ৩০ মার্চ রানীতলা থানায় বিক্ষোভ অবস্থানের পর দাবি না মানলে থানা ঘেরাও, পথ অবরোধ সহ বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।

মুর্শিদাবাদে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

গত ১৮ থেকে ২০ মার্চ এস ইউ সি আই মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে হরিহরপাড়ায় তিনদিনের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাশিবিরের সূচনা হয়। জেলার সমস্ত ব্লক থেকে দেড়হাজার প্রতিনিধি এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও মালদা জেলা থেকে প্রতিনিধিরা এই শিবিরে অংশ নেন। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু।

তিনদিনের এই শিক্ষাশিবিরে পাঁচটি অধিবেশন হয়। প্রথম অধিবেশন পরিচালনা করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন পরিচালনা করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু। পরবর্তী অধিবেশনগুলি পরিচালনা করেন দলের কেন্দ্রীয় স্টাফ ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী।

উপস্থিত প্রতিনিধিগণ ও এলাকার বহু মানুষ গভীর একাগ্রতায় আলোচনা শোনেন এবং উদ্বুদ্ধ হন। হরিহরপাড়া থানার সমস্ত গ্রামের মানুষ, ক্লাব, লাইব্রেরী ও বাজারসমিতি এই শিক্ষাশিবিরকে সফল করতে সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। শেষে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শিবিরের সমাপ্তি ঘোষণা করেন রাজ্য কমিটির সদস্য জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল।

শিক্ষাশিবিরে বক্তব্য রাখছেন কমরেড মানিক মুখার্জী। পাশে কমরেড গোপাল কুণ্ডু

কমরেড স্ট্যালিনের সাক্ষাৎকার

গরিব ও ধনীর মধ্যকার বিরোধ থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখার অর্থ সমাজের মৌলিক বাস্তবতা থেকেই নিজেকে আলাদা করে রাখা

[১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই মহান নেতা স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক এইচ জি ওয়েলস্ বহু বিষয়ে আলোচনা করেন। ওয়েলস্ তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সমাজ-কল্যাণমূলক কিছু কর্মকাণ্ডের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে দুনিয়াজোড়া আধিপত্য ছিল প্রধানত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তখন উদীয়মান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী আগ্রাসী চেহারা তখনও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হয়নি। সেই পটভূমিতেই এই সাক্ষাৎকারটি গৃহীত হয়েছিল — সম্পাদক, গণদাবী]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ওয়েলস্ ঃ মানবজাতিকে এ'রকম সোজা সরলভাবে গরিব ও ধনীতে বিভক্ত করে দেখার ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে। একশ্রেণীর লোক অবশ্যই আছে যারা কেবল মুনাফার জন্যই ছুটছে। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকেরা আপনাদের এখানকার মতই পশ্চিমেও কি জঘন্য হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে না? পশ্চিমে কি এমন প্রচুর মানুষ নেই, যাদের কাছে মুনাফাই সব নয়? তাঁরা কিছু পরিমাণ সম্পদের মালিক, তাঁরা বিনিয়োগ করতে চান এবং সেই বিনিয়োগ থেকে মুনাফাও করতে চান, কিন্তু তাঁরা বিনিয়োগকে নিরুপায় প্রয়োজন হিসেবে দেখেন। তাছাড়া যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার, অর্থনীতির নিষ্ঠাবান সংগঠক কি নেই, যাদের মুনাফা ছাড়াও কাজ করার জন্য প্রেরণা আছে? আমার মতে, একটা বিরাট সংখ্যক যোগ্য মানুষ আছেন যাঁরা স্বীকার করেন যে, বিদ্যমান ব্যবস্থাটা সন্তোষজনক নয় এবং যাঁরা ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজে একটা মহৎ ভূমিকা পালনের জন্য তৈরি হয়েই আছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে আমি ইঞ্জিনিয়ার, বৈমানিক, সমর-প্রযুক্তিবিদ ইত্যাদি লোকজনের একটা বিশাল অংশের মধ্যে সমাজবাদ ও বিভিন্ন জাতির সম্মিলনের পক্ষে প্রচারকার্য পরিচালনার কাজে এবং তার প্রয়োজনীয়তার ভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি। এদের কাছে দুই শ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধের তত্ত্ব প্রচার অর্থহীন। এইসব লোকেরা বোঝেন বিশ্বের অবস্থা কী? বর্তমান তালগোল পাকানো অবস্থাটা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন, কিন্তু তাদের কাছে আপনাদের ঐ শ্রেণী-যুদ্ধের সরল তত্ত্ব একটা বাজে ব্যাপার।

স্ট্যালিন ঃ মানবজাতিকে ধনী ও গরিবে সোজা সরলভাবে বিভক্ত করে দেখায় আপনার আপত্তি আছে। অবশ্য একটা মধ্যবর্তী স্তরও আছে। প্রযুক্তিবিদরা আছেন, যার উল্লেখ আপনি করেছেন এবং যাঁদের মধ্যে খুব ভাল ও খুব সৎ মানুষও আছেন। আবার তাদের মধ্যে অসৎ ও ধূর্ত লোকও আছে, অর্থাৎ সব রকমের লোক আছে। কিন্তু সর্বপ্রথমে মানবজাতি ধনী ও গরিবে, সম্পত্তির মালিক ও শোষিতে বিভক্ত। সমাজের এই মূল বিভাজন থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখার অর্থ, অর্থাৎ গরিব ও ধনীর মধ্যকার বিরোধ থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখার অর্থ সমাজের মৌলিক বাস্তব ঘটনা থেকেই নিজেকে আলাদা করে রাখা। মধ্যবর্তী স্তর, মধ্যশ্রেণীর অস্তিত্ব আমি অস্বীকার করি না। এরা দুই দ্বন্দ্বময় শ্রেণীর, হয় এ'পক্ষে নয় ও'পক্ষে দাঁড়ায়, অথবা এই লড়াইতে নিরপেক্ষ বা আধা-নিরপেক্ষ স্থান নেয়। কিন্তু, আমি আবার বলছি, সমাজের মূল বিভাজন থেকে, দুই প্রধান শ্রেণীর মূল লড়াই থেকে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার অর্থ বাস্তবকেই অস্বীকার করা। এই লড়াই চলছে এবং চলবে। এই লড়াইয়ের পরিণতি নির্ধারণ করবে সর্বহারা শ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী।

ওয়েলস্ ঃ কিন্তু এমন অনেক লোক কি নেই যারা গরিব নয়, অথচ কাজ করে, পরিশ্রম করে?

স্ট্যালিন ঃ অবশ্যই আছে। ক্ষুদ্র জমির মালিক, কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আছে। কিন্তু তারা দেশের ভাগ্যনির্ধারক জনগণ নয়। দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করে শ্রমজীবী জনগণ, যারা সমাজের প্রয়োজনের সমস্ত জিনিস উৎপাদন করে।

ওয়েলস্ ঃ কিন্তু পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রকারভেদ আছে। কিছু পুঁজিপতি আছে যারা কেবল মুনাফা নিয়েই, কী করে আরো ধনী হওয়া যায়, তাই নিয়েই চিন্তা করে। আবার এমন পুঁজিপতিও আছে, যারা ত্যাগ করতে প্রস্তুত। যেমন ধরুন, পুরানো দিনের মরগানের কথা। সে কেবল মুনাফা নিয়েই ভাবত; সে ছিল সমাজের নিছক পরগাছা, কেবল সম্পদ জমিয়েই গেছে। কিন্তু রকফেলারের কথা ধরুন, তিনি একজন প্রতিভাবান সংগঠক। উত্তোলিত তেল কী করে বিলি করতে হয় — সে বিষয়ে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা অনুসরণযোগ্য। অথবা ফোর্ড-এর কথাই ধরুন। অবশ্য ফোর্ড হচ্ছে স্বার্থপর। কিন্তু তিনি কি শ্রমের অপচয়, সময় ও উৎপাদনের মালমশলার অপচয় কমিয়ে উৎপাদন পুনর্গঠিত করার ব্যাপারে একজন প্রবল কর্মোদ্যোগী সংগঠক নন, যা থেকে আপনারা শিক্ষা নেন? আমি এই দিকটা বিশেষভাবে দেখাতে চাই যে, সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি ইংরেজিভাষী দেশগুলির মতামতের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। এর প্রথম কারণ জাপানের বর্তমান অবস্থান এবং জার্মানির ঘটনাবলী। আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে উত্থিত এই কারণগুলি ছাড়া অন্যান্য কারণও আছে। আরও গভীর এক কারণ আছে — সেটা হল, অনেক মানুষ এখন স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, ব্যক্তি-মুনাফাভিত্তিক ব্যবস্থাটি ভেঙে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে আমার মনে হচ্ছে, দুই বিশ্বের মধ্যেকার বিরোধকে সামনে না এনে বরং আমাদের উচিত সমস্ত প্রকার গঠনমূলক আন্দোলনকে, সমস্ত গঠনমূলক শক্তিকে যতদূর সম্ভব এক লাইনে আনার চেষ্টা করা। মি. স্ট্যালিন, আমার মনে হচ্ছে, আমি আপনার চেয়েও বেশি বামপন্থী। আমি মনে করি, পুরানো ব্যবস্থার অন্তিমলগ্ন, আপনি যা ভাবছেন, তার চেয়েও নিকটবর্তী।

স্ট্যালিন ঃ পুঁজিপতিরা, যারা কেবল মুনাফার জন্য চেষ্টা করে, কেবল ধনী হওয়ার চেষ্টা করে, তাদের সম্বন্ধে বলার সময় আমি একথা বলতে চাইনি যে, এরা অত্যন্ত অযোগ্য ব্যক্তি বা অন্য কিছু করবার ক্ষমতা এদের নেই। এদের অনেকেরই বিরাট সাংগঠনিক প্রতিভা আছে, যা অস্বীকার করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি না। আমরা সোভিয়েট জনগণ পুঁজিপতিদের থেকে অনেক কিছুই শিখি ; এবং মরগান, যাকে আপনি বিরূপ সমালোচনা করলেন, তিনিও নিঃসন্দেহে একজন ভাল ও ক্ষমতাবান পরিচালক ছিলেন। কিন্তু দুনিয়াকে পুনর্গঠিত করতে চায় যে জনগণ, মুনাফার স্বার্থে কাজ করার মানুষদের মধ্যে তাদের দেখা আপনি পাবেন না। তারা ও আমরা দাঁড়িয়ে আছি দুই বিপরীত মেরুতে। আপনি ফোর্ড-এর উল্লেখ করেছেন। উৎপাদনের ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই একজন ক্ষমতাবান সংগঠক। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কি আপনি জানেন না? আপনি কি জানেন না কীভাবে বহু শ্রমিককে তিনি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন? পুঁজিবাদী মুনাফার সঙ্গে তিনি অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ এবং দুনিয়ার কোন শক্তি নেই তাঁকে এই বাঁধন থেকে ছিন্ন করতে পারে। পুঁজিবাদ অবলুপ্ত হবে, কিন্তু তা উৎপাদনের 'সংগঠকদের' দ্বারা নয়, প্রযুক্তিবিদদের দ্বারাও নয়, তা অবলুপ্ত হবে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা। কারণ, উপরে উল্লিখিত মধ্যবর্তী স্তর স্বাধীন ভূমিকা পালন করে না। ইঞ্জিনিয়ার, উৎপাদনের সংগঠক নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কাজ করে না, হুকুম অনুযায়ী কাজ করে। যেভাবে কাজ করলে নিয়োগকর্তার স্বার্থ রক্ষিত হয়, সেইভাবে করে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে; এই স্তরের কিছু মানুষ আছেন, পুঁজিবাদ সম্পর্কে যাঁদের মোহমুক্তি ঘটেছে। কিছু কিছু অবস্থায় প্রযুক্তিবিদরা বিস্ময়কর কাজ করতে পারেন এবং মানবজাতির বিরাট উপকার করতে পারেন। কিন্তু এঁরাই আবার মারাত্মক ক্ষতিও করতে পারেন। এই প্রযুক্তিবিদদের সম্পর্কে আমাদের সোভিয়েট জনগণের খুব কম অভিজ্ঞতা নেই। অক্টোবর বিপ্লবের পরে এদের একটা অংশ নতুন সমাজ গঠনের কাজে অংশ নিতে অস্বীকার করেছিল; তারা পুনর্গঠনের কাজে বাধা দিয়েছিল এবং অন্তর্ঘাতও চালিয়েছিল। সমাজ গঠনের কাজে প্রযুক্তিবিদদের যুক্ত করার জন্য আমরা সম্ভাব্য সমস্ত কিছুই করেছিলাম, নানাভাবে চেষ্টা করেছিলাম। এদেরকে নতুন ব্যবস্থার সক্রিয় সহযোগী করে তুলতে আমাদের কম সময় ব্যয় করতে হয়নি! আজ এই প্রযুক্তিবিদদের শ্রেষ্ঠ অংশই সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনকারীদের সম্মুখ সারিতে রয়েছেন। এই অভিজ্ঞতা থাকার ফলে, প্রযুক্তিবিদদের ভাল ও মন্দ কোনও দিককেই আমরা একটুও খাটো করে দেখি না। আমরা জানি, এরা ক্ষতি যেমন করতে পারে, আবার চমকপ্রদ কর্মকাণ্ডও ঘটাতে পারে। অবশ্য বিষয়টা অন্যরকম হতে পারত, যদি এই প্রযুক্তিবিদদের চিন্তাগতভাবে পুঁজিবাদী বিশ্ব থেকে এক ধাক্কায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সম্ভব হত। কিন্তু তা আকাশ-কুসুম কল্পনা। এমন প্রযুক্তিবিদ কি বহু সংখ্যায় আছেন যাঁরা সাহসের সঙ্গে বুর্জোয়া বিশ্বের থেকে নিজেদের ছিন্ন করবেন এবং সমাজ পুনর্গঠনের কাজে নিজেদের যুক্ত করবেন? আপনার কি মনে হয় ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে এমন অনেকে আছেন? না, নিজেদের নিয়োগকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে এবং দুনিয়ার পুনর্গঠন শুরু করতে ইচ্ছুক — এমন সংখ্যাটা খুবই কম। তা ছাড়া এই বাস্তব সত্য কি আমরা ভুলে যেতে পারি যে, বিশ্বকে পরিবর্তন করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন?

মিঃ ওয়েলস্, আমার মনে হয় রাজনৈতিক ক্ষমতার বিষয়টিকে আপনি অত্যন্ত গুরুত্বহীন করে দেখছেন এবং আপনার চিন্তাতেও এটা আসেনি। যারা ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি সামনে আনতে পারে না এবং যারা ক্ষমতা দখল করতে পারে না, তারা বিশ্বের সবচেয়ে শুভ বাসনা নিয়েই বা কী করতে পারে? তারা বড়জোর যে-শ্রেণী ক্ষমতা দখল করে, তাকে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু নিজেরা দুনিয়াকে বদল করতে পারে না। একাজ একটি মহান শ্রেণীর দ্বারাই সম্ভব, যারা পুঁজিপতিদের হটিয়ে সেই স্থানে পুঁজিপতিদের মতোই সর্বময় প্রভু হয়ে বসতে পারে। সেই শ্রেণী হল শ্রমিকশ্রেণী। প্রযুক্তিবিদদের সাহায্য অবশ্যই নিতে হবে, আবার বিনিময়ে তাদের প্রতিও সহায়তার হাত এগিয়ে দিতে হবে। কিন্তু একথা কখনই মনে করা ঠিক নয় যে, প্রযুক্তিবিদ বুদ্ধিজীবীরা ইতিহাসে স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশ্বের রূপান্তর ঘটানো একটা বিরাট জটিল ও যন্ত্রণাময় প্রক্রিয়া। এই বিরাট কাজের জন্য একটা বিরাট শ্রেণীকে প্রয়োজন। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় প্রয়োজন বৃহৎ জাহাজ।

ওয়েলস্ ঃ হ্যাঁ, কিন্তু দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় একজন ক্যাপ্টেন ও একজন নাবিকও চাই।

স্ট্যালিন ঃ ঠিকই, কিন্তু আগে তো চাই বড় জাহাজ। সেটা না থাকলে একজন নাবিক তো একটি নিষ্কর্মা ব্যক্তি।

ওয়েলস্ ঃ শ্রেণী নয়, মানবজাতিই সেই বড় জাহাজ।

স্ট্যালিন ঃ মিঃ ওয়েলস্, আপনি স্পষ্টতই শুরু করেছেন এই ধারণা নিয়ে যে, সকল মানুষই ভাল। কিন্তু আমি ভুলি না যে, বহু খারাপ মানুষও আছে। আমি বুর্জোয়াদের ভালোমানুষিতে বিশ্বাস করি না।

ওয়েলস্ ঃ বেশ কয়েক দশক আগে প্রযুক্তিবিদ বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা কী ছিল, তা আমার মনে আছে। ঐ সময় তারা সংখ্যায় অনেক কম ছিল। কিন্তু তাদের করার মতো কাজ ছিল অনেক এবং প্রত্যেক ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিসিয়ান ও বুদ্ধিজীবী তার তার মতো কাজ করার সুযোগও পেয়েছিল। সেজন্য তখন প্রযুক্তিবিদ বুদ্ধিজীবীরা শ্রেণী হিসাবে সবচেয়ে কম বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন ছিল। এখন অবশ্য এই প্রযুক্তিবিদ বুদ্ধিজীবীরা বিরাট সংখ্যায় বাড়তি এবং এদের মনোভাবও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে গেছে। কারিগরি ক্ষমতার দিক থেকে যেসব ব্যক্তিরা দক্ষ, যারা ইতিপূর্বে বিপ্লবী আন্দোলন সংক্রান্ত কোন কথাই শুনতে চাইত না, এখন তারা এ ব্যাপারে জানতে খুবই আগ্রহী। সম্প্রতি আমি রয়াল সোসাইটির অর্থাৎ ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের সংস্থার সাথে একটি ভোজসভায় যোগ দিয়েছিলাম। সভাপতির ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল সামাজিক পরিকল্পনা ও বিজ্ঞানসম্মত নিয়ন্ত্রণ। এখন আমি তাদের যা বলি, সেসব কথা ত্রিশ বছর আগে তারা শুনতেই চাইত না। আজ রয়াল সোসাইটির শীর্ষ ব্যক্তিটির মতামত বৈপ্লবিক এবং মানবসমাজের বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠনের উপরেই তিনি জোর দিচ্ছেন। সুতরাং মানুষের মনোভাব বদলায়। এই বাস্তব ঘটনার নিরিখে আপনাদের শ্রেণীযুদ্ধ সংক্রান্ত প্রচার অকার্যকরী হয়ে যাচ্ছে।

স্ট্যালিন ঃ হ্যাঁ, আমি এই বাস্তবটা জানি এবং এর কারণ হল, পুঁজিবাদী সমাজ আজ এক অন্ধগলিতে আটকা পড়েছে। পুঁজিপতিরা ওখান থেকে বেরোতে চাইছে, কিন্তু নিজেদের শ্রেণীগত মর্যাদা ও শ্রেণীস্বার্থ এই দুই দিক রক্ষা করে এই অন্ধগলি থেকে বেরোবার পথ পাচ্ছে না। তারা হামাগুড়ি দিয়ে সঙ্কট থেকে কিছুটা বেরুতে পারে, কিন্তু মাথা উঁচু করে সঙ্কট থেকে হেঁটে বেরিয়ে আসার কোন পথ তারা খুঁজে পেতে পারে না। পুঁজিবাদী স্বার্থের মূলে আঘাত না করে বেরুবার উপায় তাদের নেই। এ সত্যটা প্রযুক্তিবিদ-বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক অংশ অবশ্যই উপলব্ধি করছেন। এই শ্রেণীর একটা বিরাট অংশ বুঝতে শুরু করেছেন যে, তাঁদের স্বার্থের ঐক্য রয়েছে সেই শ্রেণীর সঙ্গে যে শ্রেণী সমাজকে বর্তমান অন্ধগলি থেকে বেরুবার পথ নির্দেশ করতে পারে।

ওয়েলস্ ঃ মিঃ স্ট্যালিন, সকলে জানে না, কিন্তু আপনি তো বাস্তব বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কিছুটা জানেন। আপনিই বলুন, জনগণ কি কখনো বিপ্লব

ছয়ের পাতার পর

ভ্যাট চালু করায় আই এম এফ কর্তারা খুশি

একের পাতার পর

সালের ডিসেম্বরে ভ্যাটের পণ্যতালিকা প্রকাশের পর থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বার বার তালিকা সংশোধন করা হয়েছে। প্রথম তালিকায় চাল, গম, তেল, কেরোসিন, মুড়ি, চিঁড়ে, চিনি, গুড় সবই করযোগ্য ছিল। ক্রমাগত বিক্ষোভ ও বিরুদ্ধ জনমতের চাপে শেষপর্যন্ত রাজ্যের অর্থমন্ত্রী এগুলিকে ছাড়ের তালিকায় এনেছেন। ভ্যাটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির অন্যতম অভিযোগ অস্পষ্ট পণ্যতালিকার বিরুদ্ধে। হিসাব সংরক্ষণের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি বিভ্রান্তিতে রয়েছে এবং তাদের আশঙ্কা জটিল ও ব্যয়বহুল হিসাব সংরক্ষণের ছিদ্র ধরে ট্যাক্স ইন্‌স্পেকটরদের দৌরাত্ম্য ও ঘুষ বাড়বে। ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির বিক্ষোভের কারণ ও দাবিগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে, রাজ্য সরকার ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা না করেই একতরফাভাবে ভ্যাট চাপাতে চাইছে।

সরকারি মিথ্যাচার

ভ্যাটের ফলে বেশি হারে কর চাপলে অবশ্যম্ভাবীরূপে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। কিন্তু রাজ্য সরকার বলছে — ভ্যাটের ফলে ব্যবসায়ীদের করের ভার কমবে, জিনিসপত্রের দামও কমবে, সরকারের আয়ও বাড়বে। সাধারণ বুদ্ধিতে যে কেউই বুঝতে পারবেন — একসঙ্গে এই তিনটিই সত্য হতে পারে না। সুতরাং কোথাও না কোথাও একটা চালাকি এর মধ্যে আছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেশের মানুষ আজ নিশ্চিত যে, কর কমলে দাম কমে না, বরং করছাড়ের সুযোগ নিয়ে মালিকরা মুনাফা বাড়ায়। কাজেই জিনিসের দাম কমবে বলে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী যে আশ্বাস দিচ্ছেন, জনসাধারণ তা আদৌ বিশ্বাস করছে না। আবার অর্থমন্ত্রী মাঝে মাঝে জিনিসের দাম কমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলছেন — দামের মধ্যে করের অংশটা কমবে। তাই দাম কমা উচিত। বাস্তবে কী কেন্দ্র, কী রাজ্য, কোন সরকারকেই কখনো কখনো দাম কমাবার ধোঁকা দেওয়া ছাড়া, কার্যকরীভাবে কর ও দর কমাতে জনগণ দেখেনি। তাই করব্যবস্থার আইনকানুন বা অর্থনীতির জটিল তত্ত্ব ছাড়াই, অভিজ্ঞতার নিরিখেই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন, সরকার জনস্বার্থে কিছু করে না।

ভ্যাটের ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটার কারণটি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী নিজেই বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভ্যাটের ফলে আরও বেশি মানুষ করের আওতায় আসবে। এর সহজ অর্থ হল, আগের তুলনায় করযোগ্য পণ্যের সংখ্যা বাড়বে, অথবা করের হার বাড়বে বা একসঙ্গে দুটোই ঘটবে। ইতিমধ্যেই ৫৫০ থেকে বাড়িয়ে ২০০০ পণ্যকে ভ্যাটের আওতায় আনার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু ঠিক কী ঘটবে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বোঝা যাচ্ছে না। কারণ সরকার নিজেই সবকিছু পরিষ্কার বলতে পারছে না, বা বলছে না।

তাহলে কেন এই ভ্যাট

প্রশ্ন হল, এত অসম্পূর্ণতা ও অস্বচ্ছতা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ভ্যাট চালু করতে বদ্ধপরিকর কেন? কেনই বা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন সিপিএম যে কোন মূল্যে সর্বভারতীয় স্তরে, সব রাজ্যে ভ্যাট চালু করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে? ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে আসতে দেরি হয়নি। ১লা এপ্রিল প্রায় সমস্ত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, ভ্যাট চালু করায় আই এম এফ কর্তারা খুব খুশি। ২০০১ সালে আই এম এফ প্রকাশিত 'দ্য মডার্ন ভ্যাট' বইতে বলা হয়েছে, আই এম এফ ভ্যাট চালু করার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। সকলেই জানেন, আই এম এফ হল সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি তথা বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী সংস্থা। ভারতীয় বৃহৎ পুঁজি এবং ভারতীয় বহুজাতিক পুঁজিও নিজ স্বার্থে আই এম এফের সুপারিশ মেনে নিতে এবং নিজেদের বশংবদ রাজনৈতিক দলগুলির সাহায্যে তা চালু করতে চায়। ভ্যাট হল তেমনই একটা করকাঠামো, যা আই এম এফ চায় এবং বৃহৎ ভারতীয় পুঁজিও নিজস্ব স্বার্থে তা চায়। আই এম এফ প্রকাশিত উপরোক্ত বইতে বলা হয়েছে — ''The VAT has been seen as a key instrument for securing macro-economic stability and growth by placing domestic revenue mobilization on a sounder basis''. অর্থাৎ ''আভ্যন্তরীণ কর সংগ্রহকে মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে সামগ্রিক অর্থনীতিতে স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি আনার শক্তিশালী হাতিয়ার হল ভ্যাট।'' সামগ্রিক অর্থনীতির স্থায়িত্ব বলতে বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফ জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি বা ন্যূনতম জীবনমানের নিশ্চয়তা বোঝায় না। এর দ্বারা তারা এমন একটা অবস্থা বোঝায়, যাতে একটা দেশের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি থাকে এবং বিদেশি ঋণদাতাদের টাকা ফেরত নিশ্চিত হয়। এজন্য কতকগুলি মাপকাঠি তারা স্থির করে, যেমন — মোট জাতীয় উৎপাদন ও সরকারের আর্থিক ঘাটতির অনুপাত এবং আভ্যন্তরীণ বাজারে সুদের ও মুদ্রাস্ফীতির হার একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে হবে ইত্যাদি। বিদেশি লগ্নীকারী এবং ঋণদাতাদের মুনাফা যাতে অনিশ্চিত হয়ে না পড়ে — মূলত এইদিক থেকেই স্থায়িত্বের কথাটা বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফ বলে, যার সঙ্গে একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থ জড়িত। বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আই এম এফ চায় বৃহৎ একচেটিয়া মালিকদের কর ছাড় দেওয়া হোক, কিন্তু সরকারের আয় যেন একেবারে তলানিতে না পৌঁছায়। কারণ, সরকার একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেলে দেশে অস্থিরতা দেখা দেবে, অর্থনীতি ভেঙে পড়বে গণবিক্ষোভ চরম হবে, সরকার টিকবে না। তাই তারা চায় সরকার শিক্ষা স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় কমিয়ে আর্থিক ঘাটতি সীমার মধ্যে বেঁধে রাখুক। সাথে সাথে ভ্যাটের দ্বারা জনগণের পকেট কেটে সরকারি আয় বাড়াবার প্রেসক্রিপশনও তারা দিয়েছে।

আমরা অতীতে গণদাবীর নানা লেখায় দেখিয়েছি, নয়া আর্থিক নীতি অনুযায়ী বৃহৎ মালিকগোষ্ঠীকে কর ছাড় দিতে দিতে সরকার তার আয় গুরুতরভাবে কমিয়ে ফেলেছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকার তো বটেই, রাজ্য সরকারগুলিও গুরুতর অর্থসঙ্কটে ভুগছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনকল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ ছাঁটাই করেও হালে পানি পাচ্ছে না। অথচ বৃহৎ মালিকগোষ্ঠীর উপর করভার কমানোর লক্ষ্য থেকে তারা সরতে পারে না। ভ্যাট হল এমন একটা কর, যার পুরোটাই দেয়, পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে মধ্যবর্তী নানাস্তর পার হয়ে, সর্বশেষ ক্রেতা বা উপভোক্তা। কারণ ভ্যাটের নিয়মে উৎপাদক, মধ্যবর্তী ডিলার ও খুচরো বিক্রেতা প্রত্যেকেই পণ্য ক্রয়ের সময় দেওয়া কর ফেরত পায়। কিন্তু শেষ ক্রেতা অর্থাৎ উপভোক্তা জনগণ ক্রয়মূল্যের উপর প্রদত্ত কর ফেরত পায় না। স্বভাবতই পণ্য উৎপাদন ও বিক্রির স্তরে স্তরে ক্রয়মূল্যের উপর ফেরত অযোগ্য বিক্রয়কর পেত যে রাজ্য সরকার, ভ্যাটে উৎপাদন, পাইকারি ও খুচরা স্তরে ক্রয়মূল্যের ওপর কর ফেরত দেওয়ায় সরকারের আয় কমার কথা। কিন্তু করের গড় হার বৃদ্ধি করে ও আগের তুলনায় বেশি পণ্য করের আওতায় এনে, করের বিরাট বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে সরকারের আয় বাড়ানো ভ্যাটের মূল লক্ষ্যগুলির অন্যতম। সেটাই আই এম এফ বলছে, এবং তারই প্রতিধ্বনি করছে সিপিএম দেশিবিদেশি মাল্টিন্যাশানালদের স্বার্থে।

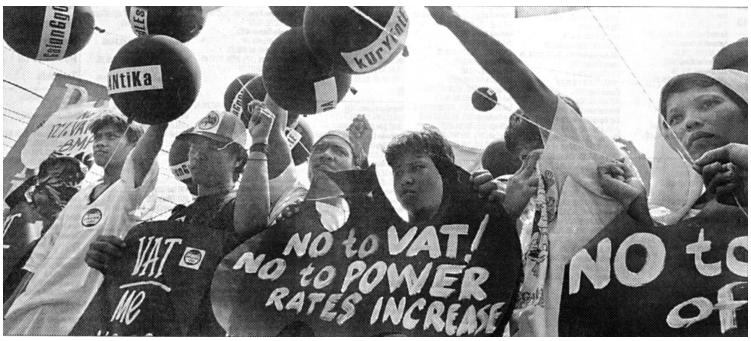

ভ্যাট ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ৩০ মার্চ ফিলিপিন্‌সের ম্যানিলা শহরে বিক্ষোভ

এ কাজে তারা সফল হবে কিনা, তা নির্ভর করছে প্রতিবাদের ওপর। ভারতবর্ষ ইউরোপ বা আমেরিকা নয়, এখানে আজও ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, তাদের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কোটি কোটি কর্মচারী। বৃহৎ পুঁজির আক্রমণে এরা বিপন্ন। পুঁজির পুঞ্জীভবন এবং মেরুকরণের ধাক্কায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজিকে এককথায় হঠিয়ে দেওয়া এদেশে সহজ নয়। তার ওপর করের হার বৃদ্ধি ও ব্যাপকহারে করের আওতায় নতুন পণ্যকে আনার চেষ্টায় জনগণ বাধা দেবেই, যেমন এশিয়ার নানা দেশে দিচ্ছে। এই বাধার তীব্রতার জন্যই আইন সংশোধন করে বেশ কিছু পণ্যকে বিশেষত চাল, গম, তেল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে আপাতত ভ্যাট ছাড় দিতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার। ভ্যাট যে জনস্বার্থবিরোধী নয়, এটা প্রমাণ করতে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী জোর গলায় এই ছাড়ের তালিকাটি তুলে ধরেছেন। প্রশ্ন হল, তাহলে শুরুতে তাঁরা নিত্যপ্রয়োজনীয় এসব দ্রব্যকে ভ্যাটের তালিকায় রেখেছিলেন কেন? বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় এসব দ্রব্য, যা সকল মানুষ কিনতে বাধ্য, তার ওপর ভ্যাট বসানোই তাদের লক্ষ্য ছিল। চাপের মুখে আপাতত তাদের পিছু হঠতে হলেও আগামী দিনে এগুলির ওপর যে তারা কর বসাবে তা তাদের অতীত আচরণ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়। আন্দোলনের চাপে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য যেসব ছাড়ের কথা রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে; একবার ভ্যাট চালু করতে পারলে তাও সরকার আর রাখবে না। কাজেই বাধা ও প্রতিরোধকে আরও বাড়াতে হবে যাতে ভ্যাট পুরোপুরি প্রত্যাহারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বাধ্য হয়।

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি অ্যাবেকার প্রতিবাদ

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা) সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস পুনরায় পর্ষদে বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির নিন্দা করে ৩০ মার্চ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

''গত বছর থেকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ একটি লাভজনক সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় ২০০৫-০৬ সালের জন্য মাশুলবৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা এই মাশুলবৃদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করছি।

''এই মাশুলবৃদ্ধি রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত কোম্পানি বিদ্যুৎ পর্ষদের জনস্বার্থ বিরোধী চরিত্রকে প্রকাশ করেছে। বেসরকারি কোম্পানির সাথে তাদের যে কোনও পার্থক্য নেই তা প্রকাশ করছে।

''কৃষিতে যে হারে মাশুলবৃদ্ধি করা হয়েছে তাতে অল্পের সঙ্গে বাংলার কৃষকরাও আত্মহত্যার পথ নেবে। গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প চরম সংকটের সামনে পড়বে। গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। সব জিনিসের দাম বাড়বে।

''সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে অমান্য করে কোনও শুনানি ছাড়াই এমনকী মেম্বার ফাইনান্সের অনুপস্থিতিতে যেভাবে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন মাশুলবৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে তাতে কমিশনের রাবার স্ট্যাম্পের চরিত্রই প্রকাশ পেয়েছে।

''আমরা অবিলম্বে বিদ্যুৎ আইনের ১০৮ ধারা প্রয়োগ করে কমিশনের জনস্বার্থ বিরোধী ঘোষণাকে বাতিল করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করছি।''

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা

একের পাতার পর

কোথায় থাকবে, কী খাবে ? পুলিশ তাকে তাড়া করেছে। কিন্তু সে তার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিল। এইভাবে প্রত্যেকটি যুবকর্মী এই সম্মেলন থেকে নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নেবেন। বুঝে নেবেন, কেন ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ধাঁচা না পাল্টালে জনগণের কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান হবে না। আর, আপনাদের মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার এই ধাঁচাটি পাল্টাতে গেলে গ্রাম লেভেল থেকে শহর লেভেল পর্যন্ত জনগণকে সংগঠিত করে গণসংগ্রাম কমিটিগুলো আপনাদের গড়ে তুলতে হবে — যে গণকমিটিগুলিকে শেষপর্যন্ত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রশক্তিকে মোকাবিলা করতে হবে। এখন যে মিটিং-মিছিল চলছে — এই মামুলি মিটিং-মিছিলের গণতান্ত্রিক পথে হয়তো আরও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত চলতে হবে। অবস্থা বিশেষে সত্যাগ্রহও করতে হবে এবং ধর্নাও দিতে হবে। কিন্তু, এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এসবের মধ্য দিয়ে জনতার সেইরকম সংগ্রাম কমিটিগুলি গড়ে তোলা — যে কমিটিগুলি স্থানীয় ক্ষেত্রে হলে স্থানীয় ক্ষেত্রে, জেলা কমিটি হলে জেলা ক্ষেত্রে, প্রাদেশিক কমিটি হলে প্রাদেশিক ক্ষেত্রে, সমস্ত জায়গার মানুষকে সংগঠিত করে একটা সুশৃঙ্খল বাহিনীর মত, আর্মির মত, কাজ চালাতে পারে। এর প্রত্যেকটি কর্মী আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক একজন সৈনিকের মত আচরণ করবে। এই আর্মি — মার্সিনারি আর্মির মত পয়সা দিয়ে কেনা সৈনিক নয়, যাকে জনতার মুক্তিবাহিনী বা রেড আর্মি, বা শ্রমিকদের আর্মি বলে — এ হচ্ছে তাই। তেমনভাবে এই আর্মি গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু, এ ধরনের কর্মী বাহিনী একদিনে গড়ে উঠবে না, আর বাজে লোক দিয়েও হবে না।'' *(গণআন্দোলনের সমস্যা প্রসঙ্গে পুস্তিকার বিভিন্ন অংশ থেকে)*

কমরেড স্ট্যালিনের সাক্ষাৎকার

বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া নয়, একটা দীর্ঘ সংগ্রাম

চারের পাতার পর

করে? সকল বিপ্লব সংখ্যালঘিষ্ঠদের দ্বারাই হয় — এটাই কি প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়?

স্ট্যালিন ঃ বিপ্লব করার জন্য একদল নেতৃত্বকারী বিপ্লবীর প্রয়োজন হয় — সংখ্যায় যারা খুবই কম। কিন্তু সবচাইতে প্রতিভাবান, একনিষ্ঠ ও উদ্যমী সংখ্যালঘিষ্ঠরা কিছুই করতে পারবে না, যদি না তারা কোটি কোটি জনগণের অন্তত পরোক্ষ সমর্থন পায়।

ওয়েলস্ ঃ অন্তত পরোক্ষ সমর্থন? সেটা কি অবচেতন সমর্থন?

স্ট্যালিন ঃ অংশত তাই, তবে তার সাথে কিছুটা প্রেরণাপ্রসূত ও কিছুটা সচেতন সমর্থনও থাকে। কিন্তু কোটি কোটি মানুষের সমর্থন ছাড়া সর্বগুণসম্পন্ন সংখ্যালঘুরাও শক্তিহীন।

ওয়েলস্ ঃ আমি পশ্চিমে কমিউনিস্ট প্রচার দেখেছি এবং আমার মনে হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রচার বড্ড সেকেলে, কারণ এটা বিদ্রোহমূলক প্রচার মাত্র। যখন স্বৈরতন্ত্র ছিল, তখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারা সমাজব্যবস্থাকে উৎখাত করার পক্ষে প্রচার করাটা খুবই সঙ্গত ছিল। কিন্তু আধুনিক অবস্থায় যখন সমাজব্যবস্থাটা যেভাবে হোক নিজেই ভেঙে পড়ছে, তখন তো বিদ্রোহের উপর জোর না দিয়ে জোর দিতে হবে দক্ষতার উপর, যোগ্যতার উপর, উৎপাদনশীলতার উপর। আমার মনে হচ্ছে, বিদ্রোহমূলক কার্যকলাপ এখন অচল। গঠনমূলক মানসিকতার মানুষদের কাছে পশ্চিমের কমিউনিস্ট প্রচার একটা উপদ্রব বলেই ঠেকছে।

স্ট্যালিন ঃ পুরানো ব্যবস্থা অবশ্যই ভেঙে পড়ছে; তা ক্ষয়িষ্ণু, একথা সত্য। কিন্তু একথাও সত্য যে, এই মরণোন্মুখ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে, বাঁচাতে নতুন করে নানা পদ্ধতিতে, নানা উপায়ে চেষ্টা চলছে। আপনি বাস্তব পরিস্থিতি সঠিকভাবে দেখেও কিন্তু ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। আপনি ঠিকই বলেছেন যে, পুরানো বিশ্ব ভেঙে পড়ছে। কিন্তু আপনার এই ধারণাটি ভুল যে, পুরানো ব্যবস্থাটা আপন নিয়মে নিজে নিজেই ভেঙে পড়ছে। না, তা নয়। একটি সমাজব্যবস্থার জায়গায় অপর একটি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা একটি জটিল ও দীর্ঘ বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া। এটা নিছক একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া নয়, এটা একটা সংগ্রাম। এই প্রক্রিয়া শ্রেণীগুলির সংঘর্ষের সাথে যুক্ত। পুঁজিবাদ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, একটা চূড়ান্ত পচে যাওয়া গাছের মত তা আপনাআপনি মাটিতে ভেঙে পড়বেই। এমন সরল তুলনা ঠিক নয়। একটি সমাজব্যবস্থার জায়গায় অপর একটি সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা একটা সংগ্রাম, একটা কষ্টকর ও নির্মম সংগ্রাম, একটা জীবনমরণ সংগ্রাম। এবং প্রত্যেক সময়ই নতুন দুনিয়ার জনগণ যখন ক্ষমতায় এসেছে, তাদের নিজেদের রক্ষা করার জন্য লড়াই করতে হয়েছে। কারণ, পুরানো ব্যবস্থা চেষ্টা চালিয়েছে যাতে নতুনদের গায়ের জোরে হটিয়ে পুরানো ব্যবস্থাকে আবার ফিরিয়ে আনা যায়। তাই নতুন ব্যবস্থার এই জনগণকে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়েছে, নতুন ব্যবস্থার উপর পুরানো দুনিয়ার আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়েছে।

হ্যাঁ, আপনি যখন বলেন, পুরানো সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, তখন আপনি ঠিকই বলেন। কিন্তু সেটা নিজের থেকে ভেঙে পড়ছে না। উদাহরণ হিসাবে ফ্যাসিবাদের কথাই ধরুন। ফ্যাসিবাদ একটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, অস্ত্রের জোরে সে পুরানো দুনিয়াকে রক্ষার চেষ্টা করছে। এই ফ্যাসিস্টদের ক্ষেত্রে আপনি কী করবেন? তাদের সাথে যুক্তিতর্ক করবেন? তাদের বোঝানোর চেষ্টা করবেন? কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না। সশস্ত্র পদ্ধতিকে কমিউনিস্টরা আদর্শ বলে আদৌ মনে করে না। কিন্তু তারা, অর্থাৎ কমিউনিস্টরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার শিকার হতেও চায় না। পুরানো দুনিয়া স্বেচ্ছায় মঞ্চ ছেড়ে চলে যাবে — একথা তারা বিশ্বাস করে না। তারা দেখছে যে, পুরনো ব্যবস্থা অস্ত্রের জোরেই নিজেদের রক্ষা করছে, এবং সেজন্যই কমিউনিস্টরা শ্রমিকশ্রেণীকে বলে ঃ অস্ত্রের সাহায্যেই অস্ত্রের জবাব দাও। পুরানো মরণোন্মুখ ব্যবস্থা যাতে তোমাদের ধ্বংস করতে না পারে তার জন্য সর্বপ্রকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোল। তোমরা যে হাত দিয়ে পুরানো ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করবে সেই হাতে শেকল পরাতে দিও না। ফলে, আপনি বুঝতেই পারছেন, একটা সমাজব্যবস্থার জায়গায় আর একটা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে কমিউনিস্টরা কখনই সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়া বলে মনে করে না, তাদের বিচারে এটা একটা জটিল, দীর্ঘ ও সশস্ত্র প্রক্রিয়া। কমিউনিস্টরা বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার করতে পারে না।

ওয়েলস্ ঃ কিন্তু পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এখন যা ঘটছে সেদিকে তাকিয়ে দেখুন। তার ধ্বংসটা কোন সরল সাধারণ বিষয় নয়। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিক্রিয়াশীল সন্ত্রাস যা গুণ্ডামিতে পরিণত হচ্ছে এবং আমার মনে হচ্ছে, এই প্রতিক্রিয়াশীল ও অর্থহীন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রশ্ন যখন আসছে তখন সমাজতন্ত্রীদের উচিত আইনের কাছে আবেদন জানানো, এবং পুলিশকে শত্রু হিসাবে বিবেচনা না করে বরং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইতে পুলিশকে সমর্থন করা। আমি মনে করি, পুরানো গোঁড়া বিদ্রোহমূলক সমাজবাদের প্রক্রিয়ায় কাজ করা এখন নিষ্প্রয়োজন।

স্ট্যালিন ঃ অত্যন্ত মূল্যবান ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে কমিউনিস্টরা অগ্রসর হয়। সেই অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাই দেয় যে, পুরানো সেকেলে শ্রেণীগুলি স্বেচ্ছায় ইতিহাসের মঞ্চ ত্যাগ করে না। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের ইতিহাস স্মরণ করুন। সেদিন কি অনেকে বলেনি যে, পুরানো সমাজব্যবস্থা পচে গেছে? কিন্তু তবুও ঐ ব্যবস্থাকে বলপ্রয়োগ করে ধ্বংস করার জন্য একজন ক্রমওয়েলের প্রয়োজন হয়নি কি?

ওয়েলস্ ঃ ক্রমওয়েল সংবিধানের ভিত্তিতে এবং সাংবিধানিক আইনের নামে কাজ করেছেন।

স্ট্যালিন ঃ তিনি যে সশস্ত্র পথ নিয়েছিলেন, রাজার মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন, পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েছিলেন, কিছুজনকে গ্রেপ্তার ও অন্যদের মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন — এগুলি সংবিধানের ভিত্তিতে, সংবিধানের নামে? অথবা, আমাদের ইতিহাস থেকে একটা উদাহরণ ধরা যাক। জারতন্ত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, ভেঙে পড়ছে — একথা কি দীর্ঘকাল ধরেই স্পষ্ট ছিল না? তবুও তাকে উৎখাত করার জন্য কত রক্ত ঢালতে হয়েছে?

আর অক্টোবর বিপ্লব? ব্যাপক মানুষ কি জানতো না যে, আমরা কেবলমাত্র বলশেভিকরাই সঠিক পথনির্দেশ করছি? এটা কি পরিষ্কার ছিল না যে, রুশ-পুঁজিবাদ ক্ষয়প্রাপ্ত? কিন্তু আপনি জানেন, কী প্রবল প্রতিরোধের সামনে আমাদের পড়তে হয়েছিল, ভিতরের ও বাইরের সমস্ত প্রকার শত্রুর থেকে অক্টোবর বিপ্লবকে রক্ষা করতে কত রক্তই না আমাদের ঢালতে হয়েছে !

অথবা, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফ্রান্সের কথা। রাজার শাসন, সামন্তী ব্যবস্থাটা কীরকম ব্যাপকভাবে পচে গিয়েছিল, সেকথা ১৭৮৯ সালের বহুপূর্বেই অনেকের কাছে পরিষ্কার হয়েছিল। তবুও শ্রেণীসংঘর্ষ না ঘটলেও একটা জনপ্রিয় বিদ্রোহমূলক অভ্যুত্থান এড়ানো যায়নি। কেন? কারণ, যে শ্রেণীকে ইতিহাসের মঞ্চ ত্যাগ করতেই হবে, তারা শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বুঝতে চায় না যে, ইতিহাসে তাদের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে; তাদেরকে বোঝানো অসম্ভব। তারা মনে করে, পুরানো ব্যবস্থার পতনোন্মুখ অট্টালিকার ফাটলগুলি তারা জোড়া দিতে পারবে, পুরানো ব্যবস্থার ভগ্নপ্রায় অট্টালিকাকে তারা মেরামত করে রক্ষা করতে পারবে। সেজন্যই মুমূর্ষু শ্রেণীগুলি হাতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং শাসকশ্রেণী হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

ওয়েলস্ ঃ কিন্তু মহান ফরাসি বিপ্লবের শীর্ষে আইনজীবীর সংখ্যা কিছু কম ছিল না।

স্ট্যালিন ঃ বিপ্লবী আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু মহান ফরাসি বিপ্লব কি একদল আইনজীবীর বিপ্লব ছিল? সেটা কি সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশাল জনগণকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করেই বিজয় অর্জন করেনি? এবং ফরাসি বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষার ধ্বজা ওড়ায়নি? মহান ফরাসি বিপ্লবের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁরা আইনজীবী ছিলেন, তাঁরাও কি পুরানো ব্যবস্থার আইন মেনে কাজ করেছেন? তাঁরা কি নতুন আইন, বুর্জোয়া বৈপ্লবিক আইন চালু করেননি?

ইতিহাসের মূল্যবান অভিজ্ঞতা শিক্ষা দেয় যে, আজ পর্যন্ত কোন একটি শ্রেণীও অন্যশ্রেণীর জন্য স্বেচ্ছায় পথ করে দেয়নি। বিশ্ব ইতিহাসে এমন একটিও ঘটনা ঘটেনি। ইতিহাস থেকে কমিউনিস্টরা এই শিক্ষা গ্রহণ করেছে। বুর্জোয়ারা স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দিলে কমিউনিস্টরা তাদের স্বাগত জানাবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলছে — তেমন ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই। সেই কারণে কমিউনিস্টরা সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য নিজেদের তৈরি রাখতে চায় এবং শ্রমিকশ্রেণীকে সদাজাগ্রত থাকার ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানায়। যে ক্যাপ্টেন তার সেনাদের সদাপ্রস্তুত রাখার পরিবর্তে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, সে ক্যাপ্টেন বোঝে না যে, তার শত্রু আত্মসমর্পণ করবে না — তাকে পরাস্ত করার জন্য ধ্বংস করতে হবে ; তেমন ক্যাপ্টেনকে কে চায়? এই ধরনের ক্যাপ্টেন হওয়া মানে হল শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারণা করা, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। সেজন্য আমি মনে করি, যা আপনার কাছে পুরানো-সেকেলে বলে মনে হচ্ছে তা বাস্তবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী লক্ষ্যের উপযোগী একটি পদক্ষেপ।

ওয়েলস্ ঃ বলপ্রয়োগ যে করতে হবে তা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আমার মনে হয়, প্রচলিত আইনগুলি যেসব সুযোগ দিয়েছে, তার সাথে যতদূর সম্ভব খাপ খাইয়ে লড়াইয়ের রূপ নির্ধারণ করতে হবে এবং প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ থেকে প্রচলিত আইনকে রক্ষা করতে হবে। পুরানো ব্যবস্থা নিজেই নিজেকে ভেঙে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। ফলে তাকে আর ভাঙবার প্রয়োজন নেই। সেজন্য আমার মনে হচ্ছে, পুরানো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, তার আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এখন অচল ও সেকেলে। প্রসঙ্গত বলি, সত্যটাকে আরও পরিষ্কার করার জন্য আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই বাড়িয়ে বলছি। আমার মতকে আমি এইভাবে সাজাতে পারি ঃ প্রথমত, আমি শৃঙ্খলার পক্ষে; দ্বিতীয়ত, বর্তমান ব্যবস্থা যেক্ষেত্রে শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা দিতে পারে না, আমি কেবল সেইক্ষেত্রে তাকে আক্রমণ করি; তৃতীয়ত, আমি মনে করি, যেসব শিক্ষিত মানুষকে সমাজতন্ত্রের জন্য চাই, আপনাদের শ্রেণীযুদ্ধের প্রচার তাঁদেরকে সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে।

স্ট্যালিন ঃ একটি মহান লক্ষ্য, একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক লক্ষ্য অর্জন করার জন্য একটি মূল শক্তি, একটি শক্ত ঘাঁটি, একটি বিপ্লবী শ্রেণী অবশ্যই দরকার। এরপর দরকার ঐ মূল শক্তিকে সাহায্য করার জন্য একটি সহযোগী শক্তিকে সংগঠিত করা। এক্ষেত্রে সেই সহযোগী শক্তিটি হচ্ছে পার্টি, যার সাথে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সবচেয়ে সেরা অংশটি যুক্ত থাকে। একটু আগেই আপনি 'শিক্ষিত জনগণের' কথা বলছিলেন। শিক্ষিত জনগণ বলতে আপনি কাদের কথা ভাবছেন? সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে এবং অক্টোবর বিপ্লবের সময়কার রাশিয়ায় পুরানো ব্যবস্থার পক্ষে প্রচুর শিক্ষিত জনগণ কি ছিলেন না? বহু উচ্চশিক্ষিত মানুষ পুরানো ব্যবস্থার সেবা করেছেন, তাকে রক্ষা করেছেন এবং নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করেছেন। শিক্ষা হল একটি হাতিয়ার; কারা এটা নিয়ন্ত্রণ করছে এবং কাদের বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে — এর ভিত্তিতেই তার ফলাফল নির্ধারিত হয়। সর্বহারাশ্রেণীর ও সমাজতন্ত্রের অবশ্যই উচ্চশিক্ষিত মানুষদের প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইতে নতুন সমাজ গঠনে বোকা মানুষজন কখনই সর্বহারাশ্রেণীকে সাহায্য করতে পারে না। তাই, বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে আমি খাটো করে দেখি না, বরং আমি তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিই। যে প্রশ্নটা আমাদের খেয়ালে রাখতে হবে, তা হল, আমরা কোন্ বুদ্ধিজীবীদের কথা আলোচনা করছি? কারণ, বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিজীবী আছে।

ওয়েলস্ ঃ শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া কোন বিপ্লব হতে পারে না। দুটো উদাহরণ দেওয়া এখানে যথেষ্ট হবে ঃ যেমন জার্মান সাধারণতন্ত্রে তারা পুরানো শিক্ষাব্যবস্থাকে স্পর্শও করেনি, ফলে জার্মানি কখনোই সাধারণতন্ত্র হয়ে উঠতে পারলো না এবং ব্রিটিশ লেবার পার্টির কথা ধরুন ঃ শিক্ষাব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন ঘটাবার জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ়তাই তাদের ছিলনা।

স্ট্যালিন ঃ আপনার এই পর্যবেক্ষণ যথার্থ। এবার আপনার তিনটি পয়েন্টের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাকে কিছু সময় দিন। প্রথম, বিপ্লবের জন্য প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় হল একটি শক্ত সামাজিক ঘাঁটির অস্তিত্ব। বিপ্লবের এই শক্ত ঘাঁটি হল শ্রমিকশ্রেণী।

দ্বিতীয়ত, একটি সহযোগী শক্তির প্রয়োজন যাকে কমিউনিস্টরা বলে পার্টি। সেই পার্টির সাথে যুক্ত থাকে বুদ্ধিমান শ্রমিকরা এবং কারিগরি বুদ্ধিজীবীদের সেই অংশ, যারা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। যদি এরা শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধিতা করে তবে এদের কোন গুরুত্বই থাকে না।

তৃতীয়ত, পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে থাকা চাই। এই নতুন রাজনৈতিক ক্ষমতা নতুন আইন তৈরি করে, নতুন ব্যবস্থা, বৈপ্লবিক ব্যবস্থার পত্তন করে।

যেকোন ধরনের একটা ব্যবস্থার পক্ষে আমি নই। যে ব্যবস্থা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য উপযুক্ত, আমি তার পক্ষে। পুরানো ব্যবস্থার কোন আইন যদি নতুন ব্যবস্থা আনার সংগ্রামের স্বার্থে ব্যবহার করার সুযোগ থাকে তবে সেই পুরানো আইন ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমান ব্যবস্থা যদি জনগণের প্রয়োজনীয় স্বার্থ রক্ষা না করে, তবে সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ হানা দরকার — আপনার এই বক্তব্যের আমি বিরোধিতা করছি না।

এবং সর্বশেষে বলি, আপনি যদি ভাবেন যে, কমিউনিস্টরা সশস্ত্র কার্যকলাপের প্রেমে মুগ্ধ, তাহলে আপনার ভুল হবে। শাসকশ্রেণী যদি শ্রমিকশ্রেণীকে পথ ছেড়ে দিতে রাজি হয়, তাহলে কমিউনিস্টরা অত্যন্ত খুশি মনে সশস্ত্র প্রক্রিয়া পরিত্যাগ করবে। কিন্তু ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এই ধরনের অনুমানের বিরুদ্ধেই রায় দেয়।

ওয়েলস্ ঃ ইংল্যান্ডের ইতিহাসে একটি শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর হাতে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা তুলে দেওয়ার একটি ঘটনা আছে। অষ্টাদশ শতকের

সাতের পাতায় দেখুন

ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা

কমরেড রেণুপদ হালদারের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য, প্রাক্তন বিধায়ক, কৃষকদের ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড রেণুপদ হালদার আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৩১ মার্চ ভোরে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

চল্লিশের দশকের শেষের দিকে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ ও তাঁর সহযোদ্ধা প্রয়াত কমরেডস্ শচীন ব্যানার্জী, সুবোধ ব্যানার্জী প্রমুখ যখন সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের সীমাহীন অত্যাচারের প্রতিরোধে এবং শোষিত-অত্যাচারিত মানুষদের মাথা উঁচু করে দাঁড় করানোর কঠিন কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন — সে সময় যে ক'জন যুবক কমরেড ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তার সান্নিধ্যে আসেন, প্রয়াত কমরেড রেণুপদ হালদার ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অন্যান্যদের মতই কমরেড শচীন ব্যানার্জীর তত্ত্বাবধানে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়।

কমরেড রেণুপদ হালদার ছিলেন বর্তমান মন্দিরবাজার থানার মুলদিয়া গ্রামের এক নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি চাকরি নিয়ে দিল্লিতে যান। কিন্তু বিপ্লবী আদর্শের টান তাঁকে পারিবারিক বাঁধনে ধরে রাখতে পারেনি। তিনি চাকরি ছেড়ে দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সে সময়ে গ্রামে গ্রামে খেতমজুরদের বেগার খাটা, নামমাত্র মজুরি দেওয়া, ঋণের যথেচ্ছ সুদ, তস্য সুদ, ধানের বাড়ি আদায়, জমি থেকে ভাগচাষী উচ্ছেদ — এমন হাজার একটা জুলুমে গরিব সাধারণ মানুষ সর্বস্বান্ত, অপরদিকে কংগ্রেস সরকারের প্রবর্তিত লেভি, সরকারি সংগ্রহ ব্যবস্থা ও কর্ডনিং-এর মতো জনবিরোধী নীতিতে মধ্যচাষী, নিম্নচাষী এবং ভান্‌কিরা পুলিশ-প্রশাসনের হাতে জেরবার। প্রয়াত কমরেড হালদার দলের নির্দেশে সেদিন দুর্গম সুন্দরবনের দ্বীপাঞ্চলে এইসব নির্যাতিত মানুষের পাশে থেকে তাদের একজন হয়ে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করেছেন, জোতদারদের গুণ্ডাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু এসব উপেক্ষা করে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে তিনি একজন জনপ্রিয় নেতা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পরবর্তীকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সংগঠিত-অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের সাথে সাথে তিনি ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি এবং সর্বভারতীয় কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে, নির্যাতিত চাষী মজুর শ্রমিক সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষই তাঁকে বিধানসভা নির্বাচনে চার বার নির্বাচিত করেছে।

কমরেড হালদার যেমন কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, তেমনই

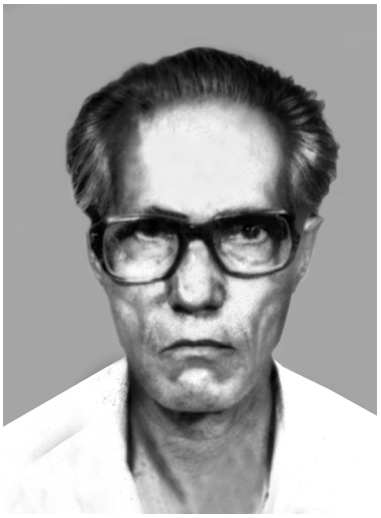

সদাহাস্যময় ও সুরসিক ছিলেন। তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গ্রাম্য সাধারণ গরিব নিম্নবিত্ত মানুষকে মুগ্ধ করেছে। তারা তাঁকে আপনার জন হিসাবে গ্রহণ করেছে। চারিত্রিক মাধুর্যের গুণে তিনি অতি সহজেই শিশুদের সঙ্গেও মিশে যেতে পারতেন। দলের আদর্শ ও রুচি-নীতি-নৈতিকতাকে তিনি নিজে যেমন আমৃত্যু ব্যক্তিজীবনে প্রতিফলিত করার নিরন্তর সংগ্রাম করে গেছেন, তেমনি নিজের পরিবারকেও এই সংগ্রামে যুক্ত করেছেন, অনুগামী অনেক কর্মীকেও প্রভাবিত করেছেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জয়নগর, কুলতলী, মথুরাপুর, মন্দিরবাজার, মগরাহাট প্রভৃতি এলাকার সাধারণ মানুষ আপনজন হারানোর ব্যথায় মুষড়ে পড়ে। তাঁর মরদেহ দেখার জন্য কাতারে কাতারে মানুষ পথে ও মোড়ে বেরিয়ে এসে অপেক্ষা করতে থাকে।

হাসপাতাল থেকে তাঁর মরদেহ ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, গণদাবী প্রেস হয়ে দলের রাজ্য দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে মরদেহে মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রশান্ত ঘটক ও উপস্থিত বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। হাসপাতাল কর্মচারী ইউনিয়ন ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের থেকেও মাল্যদান করা হয়। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অফিসের সামনে সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিংহ ও সংগঠনের অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ মরদেহে মাল্যার্পণ করেন। গণদাবী প্রেসের পক্ষ থেকে মরদেহে মালা দেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সলিল চক্রবর্তী। গণদাবী পত্রিকা ও অন্যচোখে পত্রিকার পক্ষ থেকেও মরদেহে মাল্যার্পণ করা হয়। এরপর দলের রাজ্য দপ্তরে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রতিভা মুখার্জী ও কমরেড সুনীল মুখার্জী, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস্ জিয়াদ আলি বক্সি, সাধনা চৌধুরী, দেবপ্রসাদ সরকার, সঞ্জিত বিশ্বাস, বিধান চ্যাটার্জী, তপন রায়চৌধুরী, এ আই এম এস এস-এর সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রয়াত নেতার মরদেহে মালা দিয়ে বিপ্লবী শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সকল গণসংগঠনের পক্ষ থেকেও মাল্যার্পণ করা হয়। তারপর শোকার্ত কর্মীরা মিছিল করে তাঁর মরদেহ বিধানসভা ভবনে নিয়ে যায়। সেখানে স্পিকার, মুখ্যমন্ত্রী ও বিভিন্ন দলের বিধায়করা প্রয়াত নেতার মরদেহে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এরপর মরদেহ নিয়ে দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা দপ্তর অভিমুখে যাত্রা করা হয়। পথে ও মোড়ে অপেক্ষারত বহু নরনারী তাদের প্রিয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

জেলা দপ্তরে তখন শোকস্তব্ধ পরিবেশ। বাইরে অপেক্ষমান দলের হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক-দরদী ও সাধারণ মানুষ। জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর ও জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন লোকাল কমিটি, দলের বিভিন্ন গণসংগঠন ও কমসোমলের পক্ষ থেকে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়। পৌরসভা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যবসায়ী সমিতি ও ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই পুষ্পমাল্য দিয়ে প্রয়াত নেতাকে শ্রদ্ধা জানান।

এরপর শুরু হয় শেষযাত্রা। সুসজ্জিত ট্যাবলোতে প্রয়াত নেতার মরদেহ সামনে রেখে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থকের শোকস্তব্ধ মিছিল ছিল শপথে ভাস্বর। সকলের কণ্ঠে ছিল কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীত। তার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছিল 'প্রয়াত কমরেড তোমায় আমরা ভুলিনি ভুলব না।'

বিষ্ণুপুর শ্মশানে জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলানের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর প্রয়াত নেতার মরদেহ তুলে দেওয়া হয় বৈদ্যুতিক চুল্লিতে। আকাশ বাতাস মুখরিত করে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে — কমরেড রেণুপদ হালদার লাল সেলাম। তোমাকে আমরা ভুলিনি ভুলব না। এস ইউ সি আই জিন্দাবাদ। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ।

কমরেড রেণুপদ হালদার লাল সেলাম

কমরেড স্ট্যালিনের সাক্ষাৎকার

সংস্কার ও বিপ্লব এক নয়

ছয়ের পাতার পর

শেষভাগ পর্যন্ত যে অভিজাতশ্রেণীর প্রভাব খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল, তারাই ১৮৩০-১৮৭০ সালের মধ্যে স্বেচ্ছায়, তীব্র কোন লড়াই ছাড়াই, বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল — যেটা রাজতন্ত্রের প্রতি আবেগময় সমর্থনের বনিয়াদ হিসাবে কাজ করেছে। ক্ষমতার এই হস্তান্তর পরবর্তীকালে ধনকুবের গোষ্ঠীর শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছে।

স্ট্যালিন ঃ কিন্তু আপনি অজানিতভাবেই বিপ্লবের প্রশ্ন থেকে সংস্কারের প্রশ্নে ঢুকে পড়েছেন। এ দুটো এক জিনিস নয়। আপনি কি মনে করেন না যে, ঊনবিংশ শতকে ইংল্যান্ডে সংস্কারের (রিফর্ম) ক্ষেত্রে চার্টিস্ট আন্দোলন এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল?

ওয়েলস্ ঃ চার্টিস্টরা সামান্যই করেছিল এবং তারপর তারা উধাও হয়ে যায়, তাদের আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

স্ট্যালিন ঃ আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। চার্টিস্টরা এবং তাদের দ্বারা সংগঠিত ধর্মঘট আন্দোলন একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। ভোটাধিকারের প্রশ্নে, তথাকথিত 'পচে যাওয়া' পুরসভাগুলির বিলোপ এবং চার্টার-এর কতকগুলি দাবির প্রশ্নে বেশ কিছু সুযোগসুবিধা দিতে শাসকশ্রেণীকে বাধ্য করেছিল। চার্টিস্ট আন্দোলনের ভূমিকা ঐতিহাসিক দিক থেকে মোটেই গুরুত্বহীন ছিল না। তাদের চাপে ও একটা বিরাট আঘাত এড়াবার স্বার্থে শাসকশ্রেণীর একটা অংশকে কিছু সুযোগসুবিধা দিতে, কিছু সংস্কার করতে চার্টিস্ট আন্দোলন বাধ্য করেছিল। সাধারণভাবে বললে একথা মানতেই হবে যে, সকল শাসকশ্রেণীগুলির মধ্যে ইংল্যান্ডের শাসকশ্রেণীগুলিই — অভিজাতশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণী উভয়েই — তাদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে, নিজেদের ক্ষমতা বহাল রাখার প্রশ্নে নিজেদের সবচেয়ে চতুর ও সবচেয়ে নমনীয় বলে প্রমাণ করেছে।

আধুনিক ইতিহাসের থেকে একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। ১৯২৬ সালে ইংল্যান্ডের সাধারণ ধর্মঘট। যখন ট্রেড ইউনিয়নগুলির জেনারেল কাউন্সিল ধর্মঘটের ডাক দিল, তখন এইরকম একটি ঘটনার সামনে পড়ে অন্য কোন বুর্জোয়াশ্রেণী হলে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেপ্তার করতো। কিন্তু ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা তা করেনি। এবং তারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে সেই ঘটনাকে সামাল দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি বা ফ্রান্সের বুর্জোয়াদের দ্বারা এমন নমনীয় কৌশল নেওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না। নিজেদের শাসন কায়েম রাখার উদ্দেশে গ্রেট ব্রিটেনের শাসকশ্রেণী কখনোই ছোটখাটো ছাড় বা সুবিধা, সংস্কার মানতে কুণ্ঠিত ছিল না। কিন্তু ভুল হবে যদি এই সংস্কারগুলিকে বৈপ্লবিক বলে ধরে নেওয়া হয়।

ওয়েলস্ ঃ আমাদের দেশের শাসকশ্রেণী সম্পর্কে আমার চেয়েও আপনি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র বিপ্লব ও একটি বৃহৎ সংস্কারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে কি? একটা সংস্কার কি ছোটখাট বিপ্লব নয়?

স্ট্যালিন ঃ নিচুতলার চাপে, জনগণের চাপের সামনে বুর্জোয়ারা কখনো কখনো কিছু আংশিক সংস্কার মেনে নিতে পারে, কিন্তু তা সর্বদাই প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ভিতটিকে টিকিয়ে রেখে। এইভাবে কিছু সংস্কার তারা করে। কারণ, তারা হিসাব করে দেখে যে, নিজেদের শ্রেণীশাসনকে রক্ষা করতেই এই ছাড় ও সুবিধাগুলি দেওয়া প্রয়োজন। এই হল সংস্কারের মূল কথা। কিন্তু বিপ্লব মানে হল একশ্রেণীর হাত থেকে অন্যশ্রেণীর হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর। সেকারণে কোন সংস্কারকে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া অসম্ভব। সেইজন্য সংস্কার ও শাসকশ্রেণী প্রদত্ত ছাড়ের দ্বারা এক সমাজব্যবস্থা অন্য সমাজব্যবস্থায় অজানিতভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে — আমরা তা মনে করি না।

ওয়েলস্ ঃ আপনার সঙ্গে এতক্ষণ আলোচনায় আমি অনেক কিছু পেলাম। সেজন্য আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আপনি যখন ব্যাখ্যা করে এসব আমাকে বোঝাচ্ছিলেন তখন বোধহয় আপনার মনে পড়ছিল, বিপ্লবের আগে গোপনে সংগঠিত সভাগুলিতে কেমন করে আপনারা সমাজতান্ত্রিক মৌল নীতিগুলিকে ব্যাখ্যা করতেন। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে দু'জনমাত্র ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁদের মতামত, যাঁদের প্রত্যেকটি কথা শোনার জন্য কোটি কোটি মানুষ উৎকর্ণ হয়ে আছে, তাঁদের একজন আপনি এবং অন্যজন রুজভেল্ট। অন্যরা যা খুশি বাণী দিতে পারে; কিন্তু তারা কী বলল — তা কেউ ছাপবেও না, তাতে কেউ মনোযোগও দেবে না।

স্ট্যালিন ঃ সোভিয়েট লেখকসংঘের সম্মেলনে আপনার থাকার ইচ্ছা আছে কি?

ওয়েলস্ ঃ দুর্ভাগ্যবশত, আমার বহু কাজ পড়ে আছে এবং আমি সোভিয়েট ইউনিয়নে মাত্র এক সপ্তাহের জন্য আছি। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম এবং আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি খুশি।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

ইস্পাতের অন্যায় মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সোচ্চার হোন

— নীহার মুখার্জী

কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার কর্তৃক সম্প্রতি ইস্পাতের যে ২০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে, এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী গত ২ এপ্রিল তার তীব্র নিন্দা করে বলেন যে, ইস্পাতের মত একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের এই মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব অন্যান্য বহু পণ্যের দামের উপর পড়তে বাধ্য এবং তার ফলে সব জিনিসের দাম অনেক বাড়বে, যার বোঝা শেষপর্যন্ত সাধারণ মানুষের উপরই পড়বে। ইস্পাতের এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিকে তিনি অত্যন্ত অন্যায় এবং অপ্রয়োজনীয় অভিহিত করে বলেন যে, এই ঘটনা আবার দেখিয়ে দিল, সাধারণ মানুষের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও সংসদকে এড়িয়ে প্রশাসনিক হুকুম জারি করে মূল্যনির্ধারণের অগণতান্ত্রিক রীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে এই সরকার কতটা নির্লজ্জভাবে মরিয়া। কমরেড নীহার মুখার্জী এই নিপীড়নমূলক ও জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করার জন্য দেশের জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

ক্যানিংয়ে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে গণকনভেনশন

গত ২০ মার্চ, বিকালে ক্যানিং গোলাবাড়ী ৮০সি বাসরুট পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের দাবিতে 'জনস্বার্থ সুরক্ষা মঞ্চের' আহ্বানে হেড়োভাঙা বাজারে এক গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে বিভিন্ন পেশা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহস্রাধিক পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত হয়েছিলেন। রায়বাঘিনী মোড় থেকে একটি সুসজ্জিত সাইকেল মিছিল সভাস্থলে এসে পৌঁছায়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষক অরবিন্দ মহাস্তি। কনভেনশনের প্রধান আহ্বায়ক মোরসালীন গাজী বলেন, ক্যানিং থেকে কলকাতা শহরে যাতায়াতের প্রধান রাস্তা ক্যানিং গোলাবাড়ী ৮০ সি বাসরুট। হেড়োভাঙা বাজার সংলগ্ন কুলতলি ও জয়নগর থানার ৩/৪টি অঞ্চলের মানুষ সরাসরি এই রাস্তায় আসা যাওয়া করেন। এছাড়া মাতলা নদী মজে যাওয়ায় গোসাবা ও বাসন্তী এলাকার একাংশের মানুষও এই সড়কপথ ব্যবহার করেন। জেলার এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বহুদিন সংস্কার না হওয়ার ফলে বড় বড় গর্ত ও খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। মুমূর্ষু রোগী ও আসন্নপ্রসবা মহিলাদের চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হলে সর্বক্ষণ জীবনহানির আশঙ্কা থাকে। রিক্সা, ভ্যান, মোটর ভ্যান, অটোরিক্সা প্রভৃতি চালিয়ে যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁদের রুটিরুজি বন্ধ হতে বসেছে। এই অসহনীয় দুরবস্থার প্রতিকারে এতদঞ্চলের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সচেতন নাগরিকদের নিয়ে 'জনস্বার্থ সুরক্ষা মঞ্চ' গড়ে ওঠে। মঞ্চের পক্ষ থেকে গত ৩ মার্চ ক্যানিং মহকুমা শাসক এবং পি ডব্লিউ ডি (সড়ক) অফিসে পূর্ণাঙ্গ রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় আশানুরূপ কোন আশ্বাস তাঁরা দিতে পারেননি। শক্তিশালী গণআন্দোলন ছাড়া দাবি আদায় সম্ভব নয়। এই কনভেনশনের পরে দলমত নির্বিশেষে সচেতন নাগরিকদের নিয়ে প্রতি বাসস্টপে নাগরিক কমিটি গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কনভেনশনের মূল দাবি ছিল ঃ (১) অবিলম্বে ক্যানিং গোলাবাড়ী বাসরাস্তা পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করতে হবে, (২) ৮০সি বাসরুট কুড়ি ফুট প্রশস্ত করতে হবে, (৩) রুটের গুরুত্বপূর্ণ স্টপগুলোতে যাত্রী প্রতীক্ষালয় ও শৌচাগার নির্মাণ করতে হবে এবং (৪) এই রুটে যাতায়াতকারী সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত কনসেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আহ্বায়কবৃন্দের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন নিখিল সরদার, আমিরুল সরদার, দীনু আক্তার সেখ, গিয়াসউদ্দীন গাজী, জগদীশ সরদার, হাসান মোল্লা, প্রসূন রায় কয়াল, দিলীপ সরকার ও বাদল সরদার।

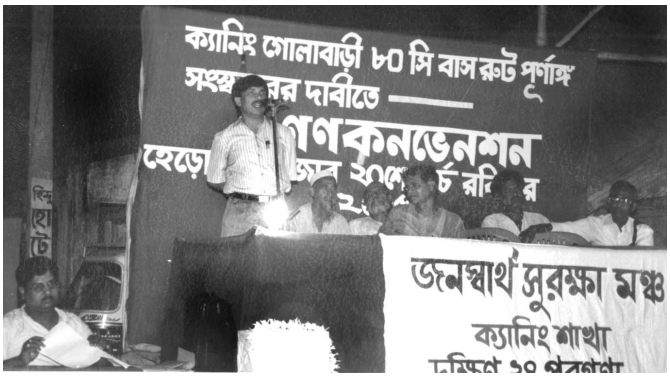

ঝাড়খণ্ডের চাকুলিয়ায় মহিলাদের বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ১৫ মার্চ ঝাড়খণ্ড রাজ্যের চাকুলিয়ায় সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃত্বে প্রায় চার শতাধিক মহিলা জমায়েত হন চাকুলিয়া পুরাতন বাজার বিরসা চকে। এই জমায়েতে আদিবাসী মহিলারাই ছিলেন সংখ্যায় বেশি।

জমায়েতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ঝাড়খণ্ড রাজ্যের এ আই এম এস এস এর সভানেত্রী কমরেড সরলা মাহাতো। তিনি বলেন, সমকাজে মহিলারা পুরুষদের সমান মজুরি পায় না। চাকুলিয়ার সাবান কারখানায় এবং চালমিলেও মহিলা শ্রমিকরা এই বঞ্চনার শিকার, রাস্তা নির্মাণ কাজে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের মজুরি কম, খেতখামারের কাজেও মহিলাদের কম মজুরিতে কাজ করতে হয়। দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী গরিব মানুষরা বিপিএল কার্ড, অন্ত্যোদয় কার্ড পাচ্ছে না। ঘরেবাইরে কর্মক্ষেত্রে মহিলারা লাঞ্ছিত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারগুলি অর্জন করতে হবে। সভার পর মিছিল করে চাকুলিয়া বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং সেখানেও একটি সভা করা হয়। এই মিছিল ও ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ চায়না মাহাতো, জ্যোৎস্না মাহাতো, সোনামুখি সরেন, পার্বতী মুর্মু, গুরুবারী মান্ডি, মাকর টুডু, সালমুনা টুডু, শুক্লা নায়েক, রাসমণি মান্ডি প্রমুখ। ১৫ মার্চ পটকা বিডিও অফিসে শতাধিক মহিলা মিছিল করে ডেপুটেশন দেন।

পর্ষদে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি আন্দোলনের ডাক দিল এস ইউ সি আই

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৩১ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন,

রাজ্য সরকার নিযুক্ত বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন পর্ষদ এলাকায় পুনরায় যেভাবে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে তাতে বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের জন্য দাম অনেক কমবে এবং সাধারণ গ্রাহক ও ক্ষুদ্র শিল্পপতি-ব্যবসায়ী ও কৃষকদের জন্য অত্যধিক হারে দাম বাড়বে। অন্যান্য কিছু কিছু রাজ্যে যেখানে এখনও কৃষকদের বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে, সরকারি ভর্তুকি বাড়ানো হয়েছে এবং পারস্পরিক ভর্তুকি বজায় রেখেছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বহুজাতিক সংস্থার হাতে বিদ্যুৎ শিল্পকে তুলে দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করছে। রাজ্য সরকার চাইলে এখনই বিদ্যুৎ আইনের ১০৮ ধারা প্রয়োগ করে এই দামবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে।

আমরা এই জনবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে রাজ্যের সর্বত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলা এবং বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা আগামী ৪ এপ্রিল যে বিক্ষোভের আয়োজন করেছে তাতে সামিল হওয়ার জন্য জনগণকে আবেদন জানাচ্ছি।

বিদ্যুৎ — লড়াই চলবে

একের পাতার পর

দ্বিতীয়ত, সি ই এস সি-তে গড় মাশুল কমার ফলে সকল গ্রাহকদের জন্যই দাম কমে যাওয়ার কথা, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। কমিশন গৃহস্থ গ্রাহকদের জন্য ইউনিট প্রতি দাম বাড়িয়েছে, অন্যদিকে শিল্পগ্রাহকদের জন্য দাম কমিয়ে দিয়েছে। এটা করা হল তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপ করার নীতি প্রয়োগ করার দ্বারাই। বিদ্যুৎ পর্ষদের ক্ষেত্রে কৃষিতে অস্বাভাবিক উচ্চ হারে মাশুল চাপানো হয়েছে এবং গৃহস্থদের দাম বাড়িয়ে শিল্পগ্রাহকদের দাম কমানো হয়েছে। তৃতীয়ত, পর্ষদের মাশুল তালিকা এবং সিইএসসি'র মাশুল তালিকাকে কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা হয়েছে। বিদ্যুৎ পর্ষদের মাশুল তালিকায় যেকথা উল্লেখ করা হয়নি, তা হ'ল, গত বছর যে ২৭৩ কোটি টাকা বর্ধিত মাশুল আদায় করা হয়নি, তার কী হবে? সেই টাকা যদি অত্যন্ত গোপনে গ্রাহকদের বিলের সঙ্গে যুক্ত করে বকেয়া হিসাবে আদায় করা হয় তা হলে পর্ষদ গ্রাহকদের বিলের চেহারা ভয়াবহ আকার নেবে।

চতুর্থত, সংবাদপত্রগুলি একথাও চেপে গিয়েছে যে, কমিশনের পূর্বতন নির্দেশ অনুযায়ী সিইএসসি'তে বন্টন ও সঞ্চালনে ক্ষতির পরিমাণ ধরার কথা ছিল ১৪ শতাংশ। কিন্তু গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার জন্য ধরা হয়েছে ১৬ শতাংশ, অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের নামে ৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। পুঁজিভিত্তিক মুনাফার পরিমাণ (রিজনেবল্ রিটার্ন) ধরা হয়েছে ১৪ শতাংশ, বিদ্যুৎ পর্ষদের ক্ষেত্রে যা ধরা হয়েছে ১৩.২৫ শতাংশ। এইভাবে সিইএসসি'র মুনাফা বৃদ্ধিতে সাহায্য করা হয়েছে।

একই উদ্দেশ্যে আরও একটি কাজ কমিশন করেছে। গত বছরই সিইএসসি গ্রাহকদের কাছ থেকে ৫৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় করে নিয়েছে। অথচ এজন্য সিইএসসি'র বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে কেবলমাত্র ঐ টাকাটা রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট (মোট মাশুল) থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে গড় মাশুল কিছু কম হয়েছে। এবং গড় মাশুল যেটুকু কমেছে, তা মূলত শিল্পগ্রাহকদের স্বার্থেই লাগানো হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে একদিকে শিল্পপতি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির বিদ্যুতের দাম কমিয়েছে, অন্যদিকে সরকার পরিচালিত বিদ্যুৎ পর্ষদ ও গোয়েঙ্কা পরিচালিত সিইএসসি'র স্বার্থরক্ষার ব্রতই পালন করেছে।

অতএব দীর্ঘ ও লাগাতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গ্রাহক স্বার্থে যতটুকু দাবি আদায় করা সম্ভব হয়েছে, যে যে ক্ষেত্রে আন্দোলনের জয় হয়েছে, তাকে আরও সংহত করে, ন্যায্য দাবিগুলি আদায়ের জন্য, সরকার ও কমিশনের ধূর্ত কৌশলকে পরাস্ত করার জন্য বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করতে হবে। ইউনিট প্রতি মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে অ্যাবেকা ৪ এপ্রিল কলকাতায় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে বিক্ষোভ ও ১২ এপ্রিল সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালনের যে ডাক দিয়েছে তাকে এস ইউ সি আই পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এই কর্মসূচিকে সফল করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান করেছে।

২৪ এপ্রিল

এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা দিবসে

সমাবেশ

শহীদ মিনার ময়দান, বিকাল ৪টা

***বক্তা ঃ* কমরেড প্রভাস ঘোষ** ***সভাপতি ঃ* কমরেড ইয়াকুব পৈলান**

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in